যাদব-কলঙ্ক।

(পৌরাণিক নাটক।)

(So called by the defeats and disasters of the unconquerable Jadavas.)

" মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম।
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ "

রঘুবংশম্‌।

শ্রীবঙ্কু বিহারী ধর প্রণীত।

ও

২।১ নং রামবাগান ব্রাঞ্চ লেন হইতে
শ্রীগোকুল চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।



FEBRUARY 1897.

মূল্য ৸৹ বার আনা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

উপহার পত্র।



স্বর্গীয় পিতা ৺নশীরাম ধর, ও পরম পরমারাধ্য
পরমেশ্বরের পাদপদ্ম শরণ করিয়া বহু যত্ন
কৃত যাদব-কলঙ্ক খানি পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ট বিহারী ধর,
দাদা মহাশয়ের শ্রীকর
কমলে অর্পণ
করিলাম।

* * * * * * * *

দয়া করি লহ আর্য্য! দরিদ্রের ধন।
করিয়াছি ছেলে খেলা
গাঁথিয়া কল্পনা মালা
অর্পি আমি তব করে করি সযতন॥

* * * * * * * *

আপনার স্নেহের :
বঙ্কু বিহারী—

শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং

উক্তি ।

কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ সনামং যাদব-কলঙ্ক নামধেয়ং নব নাটকমিদং ভূত পূর্ব্বেণ মদন্তেবাসিনা শ্রীমতা বঙ্কু বিহারি ধরেণ প্রণীতং ময়াচ পরিশোধিতমেতৎ । ইত্যপি সর্ব্বে বিদাঙ্ কুর্ব্বন্তু যৎ গ্রন্থকর্ত্তুরয়মেব গ্রন্থপ্রণয়নস্য প্রথমাবতারঃ। সাম্প্রতমিদং পঠিত্বা সহৃদয়াঃ পাঠকাশ্চেদীষদপি হর্ষমনু ভবন্তি তদৈষ ষোড়শ-বর্ষ দেশীয়ো গ্রন্থকৃদাত্মনো লিখিলমেব পরিশ্রমং ফলোপধায়কং মন্যেত। আস্যায়ং প্রথমোত্তম ইতি বিবিচ্য গুণপক্ষপাতিনাং মহাত্মনাং বিচারণীয়ো গ্রন্থোয় মিত্যলং প্রপঞ্চেন।

বৎসস্য শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীহেম চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

যাদব-কলঙ্ক।



প্রথম অঙ্ক



প্রথম দৃশ্য।

মায়াকানন।

দণ্ডী, সৈন্যগণ।

দণ্ডী। সৈন্যগণ, চল মোরা যাই ফিরি আপন ভবনে,
একাননে নাহি কোন বন্য পশু,
পশুহীন বন্য মাঝে বৃথা কেন কর পশু অন্বেষণ?
পরিশ্রমে যদি কোন ফলোদয় নাহি হয়,
তবে বৃথা কেন কর পরিশ্রম?

১ সৈন্য। মহারাজ! নাহি বটে বন্য-পশু,
কিন্তু, হের কি বা কাননের শোভা।
মৃদুহাঁসে হাঁসিছে লতিকা,
গুণ গুণ রবে গাইছে মক্ষিকা!

২ সৈন্য। মহারাজ, হের হের সন্ধ্যা আগমন!

তবে বৃথা কি কারণে আর করি পরিশ্রম—?
দেহ আজ্ঞা, যাই মোরা দুর্গের প্রাসাদে !

৩ সৈন্য। মহারাজ, নেহার নেহার—
অপূর্ব্ব ঘোটকী আগত এ স্থানে।

৪ সৈন্য। নেহার রাজন ! সে ঘোটকী
হেরি সন্ধ্যা আগমন, অপূর্ব্ব রমণী বেশ করিল ধারণ !

(উর্ব্বশীর ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব।)

দণ্ডী। (স্বগত) অলৌকিক ! অদ্ভুত সৌন্দর্য্য !
মরি, কিবা অপূর্ব্ব শোভা খেলিছে
এ বিপিন মাঝারে ; নিশ্চয় মায়াবিনী হবে,
তানাহ'লে বেশ ভূষা কেন বা ত্যজিবে ?
হায় হায়, কি এক মোহের মোহে
মোহিত হইয়া, অঙ্গ মম কাঁপে থর থর।
একি একি, ত্যজি একানন সে রমণী কোথায়
বা করিল গমন ? (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ কর তার অন্বেষণ।

৫ সৈন্য। কৈ, কোথায় রমণী ? হেরিতে না পাই কিছু।
বৃথা কি কারণে এ বিপিনে কর
উন্মত্তের রোল ?—দেহ আজ্ঞা
করি মোরা স্বস্থানে গমন।

দণ্ডী। (স্বগত) হায় হায়, মজিলাম মাধুর্য্যের তরে ;
হায়রে, নির্জ্জনে বসিয়া বিধি একেছে
কি তোরে ? আরেরে, মম তরে
এ স্থানে কি করিলি প্রবেশ, সদয় কি মম প্রতি ?
দেহ বার্ত্তা, সুস্থ জ্ঞান করি প্রাণ।

৬ সৈ। নিশ্চয় হইবে রাজন!
এ মায়াবিনী ছলে বলে ভুলাইয়ে মায়ায়,
অতুল বিপদ মাঝারে করিবে বর্জ্জন তোমায়!
(ছায়া মূর্ত্তির দুরন্তর বনে গমন)

দণ্ডী। একি একি! কোথায় লুকাল,
সে রমণী এবিপিনে কোথায় পশিল—?
যা হোগ সে হোগ, কি হবে ভাবিলে এখন;
এ অপূর্ব্ব মায়াবিনী নয়নে হেরিয়া,
কি যানি, কি এক ভাবেতে
হৃদয়ে তুলিল মোরে পাগল করিয়া।
এ মায়াবি ধরি যদি কোন জন
পারে প্রদানিতে, যানি ও তা হ'লে
তারে অযুত সুবর্ণ মুদ্রা করিব অর্পণ।

৭ সৈ। মহারাজ! বৃথা কি কারণে হতেছ উতলা,
কর দরশন—মুহুর্ত্তের তরে করিয়া গমন,
তব ঠাঁই প্রদানিব তাঁরে করিয়া বন্ধন!

দণ্ডী। শুন সবে বচন আমার—
যাহার নিকট দিয়া, যাইবে এ পলাইয়া,
তখনি তাহারে আমি করিব নিধন!
যথোচিত পুরস্কার করিব প্রদান
সে রমণীরে মোরে করিলে অর্পণ!!
সৈন্যগণ, বদ্ধ পরিকর হোয়ে
আপন অস্ত্রাদি লয়ে মায়াবিনী
ধরিবারে চেষ্টা করহ এখন।

ছলে বলে যে প্রকারে পারি লব
আমি তুরঙ্গিণী, তাহে প্রাণ
বিসর্জ্জিতে হয় দিব বিসর্জ্জণ——!
আজি হোগ কালি হোগ যাইবে জীবন,
তবে থাকি সংসার মাঝারে
যদি পারি মহৎ কার্য্য করিতে সাধন,
কেনই বা না থাকিব এ মায়ার সংসারে বন্ধন ?

৩ সৈ। বীরোচিত বাক্য মহারাজ !
বীর যেই জন বিরত্ব স্থাপিতে
সেই সদা করে আকিঞ্চন !
দেহ আজ্ঞা, করিব পালন !!

দণ্ডী। সৈন্যগণ,
করহ শিবিরে গমন !
ধাই আমি রমণীর পাছু।

(প্রস্থানোদ্যগ-এবং সহসা বনঅলোকিত হইয়া বনদেবীর উদয়।)

গীত।

বন। প্রেমিক রে, বৃথা নারী প্রেমে মোজোনারে মোজনা !
প'ড়ে নারীর মায়া ফাঁদে নিজেকে হারাইও না !!
কত দুঃখ পেয়ে জলে, শেষেতে জলধি কুলে,
উতরিয়া প্রেম জালে, প'শে প্রান ত্যেজনা ;
নারী প্রেম বিষধর, দেখিতে অতি সুন্দর,
ভাল বেসে নিলে তুলে (প্রাণে) প্রাণ ফিরে পাবে না !
(ভাল বাসা ভাল বেসে (মন) ভাল দিকে যায়না) !!

(বনদেবীর অন্তর্ধ্যান ও ছায়া মূর্ত্তির তিরোভাব)

দণ্ডী। একি, একি, কি শুনি, কি শুনি,
মধু মাখা প্রেম বাণী।
ঐ ঐ-যাই-যাই——

(প্রস্থান)

১ সৈ। মহারাজ ! মহারাজ ! কোথা যান !
দাঁড়ান, দাঁড়ান যাব মোরা তব সাথে !

৫ সৈ। হায় একি বজ্রাঘাৎ
অকস্মাৎ বাজিল হৃদয়ে।
অকথ্য কথন কেমনে বা কহিব রাজ্ঞীরে !
কোথা তরুলতা ! কও কথা, ——
দেখ দেখ মায়াবিনী লয়ে যায়
রাজারে মোদের ভুলাইয়ে মায়ায় !

৭ সৈ কি আর করিব এখন !
কিহবে গভীর বন মাঝে করিলে রোদন ;
এ নিনাদ পশিবে না কাহার কর্ণেতে।

(শূন্যে বন দেবী)

বন পশেছে পশেছে নিনাদ কর্ণেতে আমার ;
যানি সব বিবরণ,
রাজ্যে তোরা করহে গমন।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

উর্ব্বশী ও দণ্ডীরাজ!

দণ্ডী। দেবী, দেহ পরিচয়,—
মানবী গন্ধর্ব্বী, রাক্ষসী, কিন্নরী,
বা যক্ষী বিদ্যাধরী।
কে তুমি, কাহার নারী?
কিছু না বুঝিতে পারি!
ব্যকুলিত মন মম তব পরিচয় হেতু!!
সুন্দরি, নহে তুমি মানবী কখন!
মানবী ত হয় না'ক সুরূপা এমন।
হবে মায়াবিনী, অথবা ইন্দ্রানী,
নহে কামের কামিনী?
নতুবা বিপিন মাঝোরে কেন ভ্রম একাকিনী?

উর্ব্ব। কে বা তুমি মহাশয়?
কি কারণে চাহ পরিচয়?
দেহ অগ্রে নিজ পরিচয়—
পরিচয় বিনিময়ে দিব পরিচয়!!

দণ্ডী। সুশীলে! শুনলো পরিচয় মোর—
আমি অবন্তী রাজ! নাম মোর দণ্ডী রাজ,—
*(যশ মম আছে বিঘোষিত ত্রিভূবন মাঝে,

ভয়ে যাঁর পশুগণ পশে বিপিন বিজনে!
অরিগণ প্রাণভয়ে সম্মুখে না রহে যাঁর!
সেই বীর দণ্ডী অভি ধান নাম মোর;
মম ভয়ে কাঁপে বন, কাঁপে ত্রিভুবন
পশি যবে বন মাঝে শিকার কারণ!)*

উর্ব্ব। শুনি তুমি মহারাজ!
তবে কি কারণে ছাড়ি রাজ বেশ,
পরিহরি বীর ভাব, শিকারী সম——
ভ্রম এ বিপিনে?

দণ্ডী। বিধাতা সদয় আজি—
ভ্রমি বনে বনে শিকার কারণে,
কিন্তু, ভাগ্য দোষে সকলি হইল অসার।

দণ্ডী। সুন্দরী!
কি কারণে দিবসে ঘোটকী, নিশায় মানবীবেশ
করহ ধারণ!

উর্ব্বশী। শুনহ রাজন! কহি তার বিবরণ।
উর্ব্বশী আমার নাম, বাসব সভার
মাঝে প্রধানা নর্ত্তকী আমি;
ত্রিদিব স্বামি স্নেহ নেত্রে হেরিতেন মোরে।
সদা ভাসিতাম আনন্দ সাগরে, শোক তাপ
ছিলনা অন্তরে! কেহ ভাসিত না অশ্রুনীরে!
সখিগণ সনে সদা প্রফুল্ল অন্তরে গাহিতাম গীত সুমধুর স্বরে
ভাগ্য দোষে শুনহ রাজন,
মূর্ত্তিমান ক্রোধ অবতার ঋষী এক দিল দরশন।

ভীষণ মুরতি তাঁর ; ধীরে ধীরে পশিলেন সভা মাঝে।
হেরি তায়, শশব্যস্তে প্রভু মোর দিলেন আসন !
ঋষীবর নৃত্য গীত করিল আকিঞ্চন ;
বুঝি তাহা, দেবরাজ দিলেন আদেশ মোরে !
গাহিলাম গান, হোল নৃত্য অবসান !
হেন কালে বিদ্রুপের ছলে ঠাঁরিলাম আঁখি তাঁয়।
দুর্ব্বাসা তাঁহার নাম, বুঝিলেন মনভাব মোর !
দিতে তাঁর প্রতি শোধ, জলদ গম্ভীর স্বরে
ঋষীবর হেন অভিশাপ প্রদানিল মোরে।
ভ্রমি তাই বনে বনে যেথানে সেথানে :—
দুর্ব্বাসার দারুণ শাপে
জ্বলি সদা মনস্তাপে।

দণ্ডী। অয়িলো সুন্দরী,—
কিক্ষতি তোমার তাহে ;
আর তোমায় ভ্রমিতে না হবে বনে বনে ;
এসলো সুন্দরী ! তোমা ধনে
লয়ে যাই নিজ নিকেতনে॥
রমণীগণ, যারা, মমবলে হয়লো শাসিত,
তারা সবে রবে দাসী সম তব পদ তলে !
তুমিই প্রধান রাজ্ঞী হইবে আমার।
হেরি তোমা প্রেমাঙ্গিনী,
প্রাণ মোর ট'লিল প্রেমেতে।
শুনলো রূপসি, কি আর কহিব
কহিতে না সরে বাণী;

কি এক গভীর মোহে হইয়ে মোহিত
করি সদা প্রেম আকিঞ্চন।

উর্ব্বশী মহারাজ! নবীন প্রেমিক!
তেঁই সদা কর প্রেম আলিঙ্গন!

দণ্ডী। সুন্দরি! বুঝত সকলি।
কি আর কহিব, কহিতে অধিক;
শুন বলি, আমি তব প্রাণপতি!

উর্ব্বশী রাজন, নীচ ভাষে
কি কারণে হও নিমগন?

দণ্ডী। ললনে! বুঝনা আপনারি মনে,—
প্রেমিক যে জন, প্রেম সেবা সদা করে আকিঞ্চন!
প্রেম করি মস্তকে ধারণ,
প্রেমের কারণ,—ধরি এই তব শ্রীচরণে॥

(পদ ধারণ)

উর্ব্বশী। ছি! ছি! মহারাজ!
কি কর কি কর—
এ কার্য না সাজে হে তোমার!

দণ্ডী। প্রেমিক যে জন—
প্রেমের কারণ—সহে সব সেই জন।
প্রেমের কারণ,—মদনমোহন—
করেছেন সত্যভামার পদ ও ধারণ—!

(কর ধারণ)

উর্ব্বশী। নরপতি, একি ব্যবহার?
আপন মহিষীগণে,—

গৃহে গিয়া সযতনে করগে ধারণ!
ছি ছি, মহারাজ! তুমি কি গো এতই বর্ব্বর?
পরের রমণী সনে কথা কও পাপ মনে?

দণ্ডী। সলিল শীতল কিম্বা অগ্নির সমান
মিষ্ট ভাষা কহ, কিম্বা কর তিরস্কার—?

উর্ব্বশী। মহারাজ! পরনারী কিহে এতই রূপসি?
করি তাহা দরশন ভুলিল তোমার মন—।

দণ্ডী। শুনলো সুন্দরী, বলিব তেমায়
ইহার বিশেষ কারণ!

উর্ব্ব। রাজন! ত্যজ মম প্রেম আশা,
শাপান্ত হইলে মোর যাব ত্রিদিব ভবনে—
শুন হে রাজন্ তখনত আর পাবেনা আমায়!
তাই বলি বিরহ হুতাশে কেন ভাঙ্গিবে অন্তর।

দণ্ডী। সুন্দ্ররী, যদিও তুমি রবে স্বর্গপুরে,
তথাপি অন্তর হইতে মোর রবেনালো দূরে।
কিন্তু, ভাবি মনে, বিধি তোমা
কি কারণে, মন তব গঠিলা পাষানে।

উর্ব্ব। মহারাজ! বলি শুন,
কেন মিছা পুনঃ পুনঃ,
মম স্তপ করিছ সঘন!
নৃপতে! কেমনে গো ভজিব তোমারে।
হেরি পূর্ণশশধরে, নলিনী কি হাস্য করে?
চাতকী কি ধায় কভু সুরম্য সরসী পানে?
আনন্দ মগনে, প্রবেশে কি নদী-কভু

ক্ষুদ্র জলাশয়ে—?
মহারাজ! করহ গৃহেতে গমন,
অনর্থক কষ্ট পাবে কিসের কারণ?

দণ্ডী। শুনলো স্বজনি! আমারে ভজিলে,
আজ্ঞাকরি রব সদা তেমার নিকটে!

উর্ব্ব। জানত রাজন প্রণয়ের স্থানে
বিচ্ছেদ বিহরে সদা।

দণ্ডী। সুশীলে, তা'বলে বিরহে ভয়
করা উচিতত নয়!

উর্ব্ব। শুনহ রাজন! হেন ভালবাসা রেখো
মনে চিরদিন; শেষে যেন ভালবাসা
হয়না মলিন!

দণ্ডী। এত দিনে মিলা'ল বিধাতা
সম কপোত কপতী!

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

(সহসা বন আলোকিত ও বনদেবীর)

(গীত)

বন। মজিলিরে বৃথা প্রেমে, কথা মোর নাশুনিলে।
পরিয়ারে নারী প্রেমে, নিজে কেরে বিকাইলে॥
নিরখে পায় যে জ্বালা, পরশে হয় সে কালা,
প্রেমিক এসেরে শেষে সদা ভুলায় অবলা।
পরশে সে ভালবাসা হয়রে মলিন,
থাকিলে দুরেতে সদা দেখেরে নবীন॥

আগেতে না বুঝিলিরে কি কাজ করিলে,
মুগ্ধকর নারী প্রেমে জীবন দানিলে॥

(বনদেবীর অন্তর্ধ্যান)

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিচার-গৃহ।

দণ্ডীরাজ, মহিষী।

মহি। মহারাজ! কি কারণে
কোন স্থানে, ফেলি সৈন্য-গণে
করিতে ভ্রমন, হোয়ে ছিলে নিমগন।

দণ্ডী। শুনলো প্রেয়সি, করিয়া ভ্রমণ,
লোভিছি এক অপূর্ব্ব-রমণী,—
রূপে তার হইয়া মোহিত আনিয়াছি
তারে আলয়ে আমার।

মহি। কেমনে বা লোভিলে রাজন্?
ইচ্ছা হয়, শুনি বিবরণ!

শুন বলি বিবরণ,
সৈন্য সহ পশি যবে বন মাঝে
শিকার কারণে, সেবে ভাগ্য দোষে
সকলি বিফল হ'ল।
করি তাহা দরশন, আদেশিনু
সৈন্যগণে শিবিরে কহিতে গমন।

হেন কালে ভাগ্য বলে অপূর্ব্ব ঘোটকী এক হইল উদয়
হেরি সন্ধা আগমন, ধরিবারে তারে নাহি
করিনু যতন। ক্ষণপরে
হেরি সে ঘটকী অপূর্ব্ব রমণীবেশে হইল সজ্জিত;
ধাইনু তাহার পানে—
অত'পর প্রেম ভাষে তুষিয়া
তাহারে লয়েছি হৃদয়ে;—
আজি দিব তাহা তোমার শ্রীকরে;
তব সম সে রমণী হইল আমার!

মহিষী। মহারাজ! কি কারণে হেন বেশ করে সে ধারণ?

দণ্ডী। দুর্ব্বাসার শাপের কারণ
দিবসে ঘোটকী নিশায়
রমণী বেশ করে সে ধারণ—
তে কারণে অশ্ব সম তারে
অশ্বশালে রেখেছি যতনে করিয়া বন্ধন।
সন্ধা আগমনে, সে অশ্বিনী
রমণী বেশ করিবে ধারণ!
সুন্দরী,
মম অবিদ্যমানে বিদ্রোহী হয়েছে কেহ?

মহিষী। তব সম বীর কেবা আছে
মহারাজ! থাকে যদি তুমিই আমার!
তব শুশাসন বলে রাজ্যে তব
নাহিক বিদ্রোহী কেহ।

(একজন অপরাধীর সহিত কতিপয় প্রহরির প্রবেশ)

দণ্ডী। কি কারণে কোরেছ বন্ধন ?

১ প্র। মহারাজ ! এ অতিব দুর্জ্জন !
নাহি পারি এরে করিতে শাসন !
শুনি তব আগমন, এ দুষ্ট এক
রমণীর ভবন-ভিতরে করিয়া গমন,
লোয়েছে তার বহু মূল্য সামগ্রি করিয়া হরণ।

দণ্ডী। কি কারণে মম
আগমনে, করিল
এ হেন অন্যায় আচরণ ?

২ প্র। কেমনে বা যানিব রাজন !
মন্দ আচরণ হেতু সর্ব্বদা যানায় প্রজাগণ !

দণ্ডী। আরে, কি কারণে করেছ
এ মন্দ আচরণ ?

অপ। মহারাজ, এরা লোক ঠাউরাতে পারেনি বাবা,
মিছি মিছি আমায় ধোরে এনেছে।

দণ্ডী। আরে, দুষ্ট জন !
বল সত্য বাণী, নহে
জীবন তোর হইবে সংশয়॥

অপ। বাবা অত ধোমকোনা, তাহালে আর কথা
কৈতে পারবোনা, আপনি পাঁচ জন লোককে
জিজ্ঞাসা করুণ, তাহ'লে জানতে পারবেন, একাজটা
আমি করিনি বাবা।

দণ্ডী। দুষ্ট জন, হও সাবধান।
পুন' যেন নাহি শুনি

তব হেন আচরণ!
প্রহরিগণ! দেহ বন্ধন
করিয়া মোচন।

প্র। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(বন্ধন মোচন ও এক জন প্রহরি কর্ত্তৃক লইয়া যাওন)

দণ্ডী। প্রহরিগণ!
আজ্ঞামতে দিবে শাস্তি দুষ্ট জনে।

প্র-গণ। যথা আজ্ঞা মহারাজ?

(প্রহরিগণের প্রস্থান)

মহিষী। প্রাণেশ্বর! কি কারণে
পূর্ব্ব সম রাজকর্ম্মে নাহি মতি তব?
পাইয়া নবীনা ললনা, তাই কিহে
নাহি কর রাজ্য আলোচনা?
শুনহ রাজন্, করি নিবারণ,
পাইয়া ললনা, রাজ কার্য ভুলনা ভুলনা।

দণ্ডী। শুন প্রাণেশ্বরী! আজি হ'তে
তব হস্তে পূর্ব্ব সম রাজ কর্ম্ম করিনু অর্পণ।

মহিষী। মহারাজ! হের সন্ধ্যা অগমন!
করি আমি অশ্বশালয়ে গমন
করিবারে রমণী বেশ দরশন।

(প্রস্থান)

দণ্ডী। দিন যায়, দিন আসে!
বুঝিতে না পারি দিনের মহিমা!
দিনে দিনে নব আশা হতেছে উদয়,

পুন' দিনে দিনে, হতেছে মলিন !
দণ্ডীরাজ নাম মোর !
সৈন্য সনে পশি যবে সমর প্রাঙ্গণে,
ভয়ে মোর শত্রুগণ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন !
সম্মুকে না রহে কেহ :—
ভয়ে মোর বিষধর, বিষপানে
ত্যজি কলেবর পশিয়াছে বিবর মাঝারে !
কিন্তু, পাইয়া নবীনা ললনা,
ইচ্ছা আর নাহি করি রাজ্য অলচোনা !
প্রাণ মোর করে সদা প্রেম আলিঙ্গন !
যেন প্রেম মোর অঙ্গের ভুষণ !
প্রেমের লাগিয়া আনিয়াছি স্বর্গের ললনা !
আছে বটে মহিষী আমার,—
দূর হউগ, নাহি চাহি রাজ্য
মোর করিতে শাসন—
যাই, প্রেমের কারণ—
উর্ব্বশীর বিলাস-ভবন।

(প্রস্থানোদ্যাগ)

(মহিষীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

কোথা যাও ! কোথা যাও ! হৃদয় রতন,
বিপদ সাগরে কেন হও নিমগন ॥
করিমানা, যেওনা যেওনা,
মায়া বিনী সনে মোজনা (মোজনা)।

রাখ রাখ দু'খিনীর কথা,
নৈলে পরে পাবে মন ব্যথা ॥
রাখ ধর্ম্ম, কর সদা ধর্ম্ম পালন।
রাজ্য শাসিবারে তুমি করহ যতন ॥

দণ্ডী। এস প্রাণেশ্বরী, লয়ে যাই
তোমা ধনে মোর নবীনা-ললনার
বিলাস-ভবনে ॥

(প্রস্থান)

মহিষী। যাই আমি দুষ্টা যেন
নাহি পারে প্রভুর উপরে প্রভুত্ব
করিতে স্থাপন !!

(দারুণোদ্বেগে প্রস্থান)



দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগর——শয়ন—কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ শায়িত, রুক্মিণীর পদ-মর্দ্দন।

(নারদের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(পদসেবীকার প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ)

নারদ।

(গীত)

বল হরি হরি হরি হরি সদা মন।

দিওনা যেতে জীবনেরে অকারণ ॥

হে জগত-পতি, ধরম্-মুরতি।

দয়াদানে কর (এই) অধমেরি গতি ॥

ভকতি বারি দানে, নিবারহে মনাগুণে।

(নৈলে) পাপাহুতি ক্রমে, বাড়িবে হুতাশন ॥

"*নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণে হিতায়চ।

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ"

(শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন করণ)।

শ্রীকৃ। এস এস ঋষীরাজ করি আলিঙ্গন!

কি কারণে আগত এখানে—?

ভকতের তরে ধরি এ জীবন,

ভকতের তরে সহে সব এই জন,
ভকত লাগিয়ে করি অস্ত্র বিসর্জ্জন !!

রদ। যানি তাহা সব বিবরণ।

* * * * * * *

ভকতের মন-বাঞ্ছা করহ পূরণ,
ভকতের আজ্ঞা তব অঙ্গের ভূষণ
ভকতের প্রেম-অশ্রু কর তুমি হৃদয়ে ধারণ ! !
শুন প্রভু !
ভাগ্য বলে হেরি আজি ও রাঙ্গা চরণ।

শ্রীকৃ। ঋষীরাজ ! কি কারণে
আগত এ স্থানে।

নারদ। শুন প্রভু,
আসিয়াছি অপূর্ব্ব বারতা করিতে প্রদান ;
শুনি, যথাবিধি শাস্তি তার করিও প্রদান।

শ্রীকৃ। (স্বগত) কি কারণে আগত তা' বুঝিতে
না পারি ! (প্রকাশ্যে) ঋষীরাজ ! শুভ বা অসুভ
সংবাদ শীঘ্র করহ প্রদান !

নারদ। শুন প্রভু অশুভ বারতা !
দুর্ব্বাসার অভিশাপে উর্ব্বশী
সুন্দরী আছিলা যে কানন মাঝারে।
দণ্ডী রাজ ! শিকার গমনে
হেরি তার অপূর্ব্ব কামিনী বেশ,
আনিয়াছে তারে আলয়ে তাহার।

শ্রীকৃ। ঋষীবর !

অতঃপর কি ঘটনা করহ প্রচার!

নারদ। শুন প্রভু!

মানব অবন্তী পতি! ভূতলে জনম!
উর্ব্বশী স্বর্গের দেবী!
সে সুন্দরী তা'রে সেবি করিতেছে কি
কুকাজ! ছি ছি! একি অপযশ!
নর ও দেবের এই প্রণয় বন্ধন
করিলে তুলন, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে যত হয়
ভেদ জ্ঞান,—এও তত।
সে কারণ করিয়া চিন্তন
আসিয়াছি তব পাশে
যানা'তে বারতা!

শ্রীকৃ। অহো! একি বিষম বারতা!

দণ্ডীরাজ? ভয়ে যার যুদ্ধে সবে
করে পলায়ন, প্রজাগণ সদা যার গাহিত
সুযশ; সতত পূণ্য কার্য্যে রত যেই জন,
চরিত্র যাঁহার করিলে শ্রবণ
ভয় করে দূরেতে গমন;
সেই জন অপরাধী হেন মন্দ আচরণে?

নারদ। মহাশয়! মদনের মোহ দৃষ্টে

এ সংসারে কোন
জনে নাহি পারে করিবারে বশ?
মদনের মোহ দৃষ্টে, মোহ কার্য্য
সকলি সাধিত হয়।

শ্রীকৃ। ঋষিবর, বস বস ! আসিতে
হয়েছে ক্লেশ ! অবশ্য শ্রমসিদ্ধ
হইবে তোমার ! (স্বগত) যাহোগ সে হোগ,
কি হবে ভাবিলে এখন !
(প্রকাশ্যে) দূতবর, সাজত্বরা, অবন্তী-রাজ্যে
করিতে গমন !

দূত। হের ঋষীবর,
চিন্তা বলে চিন্তান্বিত চিন্তামণির অন্তর।

শ্রীকৃ। নারদ,
এখনি দূত করিব প্রেরণ
অবন্তীপতির সদনে—(দূতের প্রতি)
মম বাক্য যানাবে দণ্ডীরে,
শুন বলি,—
মৃগয়া করিতে গিয়া পেয়েছে যে অপূর্ব্ব
অশ্বিনী, যেন তাহা করে সে প্রদান
সদনে আমার !
স্বেচ্ছায় অশ্বিনী যদি না করে
প্রদান, বলিহ তাহ'লে তারে
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে রক্ষিতে নারিবে
কেহ পরাণ তাহার।

দূত। প্রভো ! আজ্ঞা তব করিতে পালন
নহি অকুণ্ঠিত, যাই তবে
দণ্ডীর সদনে, আজ্ঞা তব করিতে পালন।

(দূতের প্রস্থান)

শ্রীকৃ। ছলে বলে যে প্রকারে পারি লব তুরঙ্গিণী।
স্বেচ্ছায় অশ্বিনী যদি করিবারে দান
করে অস্বীকার,—তাহ'লে সমর ঘোষনা
নিশ্চয় হইবে প্রচার—।

(দূতের পুন' প্রবেশ)

দূত শুন প্রভু! পশি দণ্ডীর
সভার মাঝে—তবোক্ত তুরঙ্গিণী
করিতে প্রদান কহিলাম তায়—
কিন্তু মোরে করিল উত্তর,
" দিব না অশ্বিনী কভু। "

শ্রীকৃ। বুঝেছি সকল,—
রে দূত বলি শুন, দণ্ডীর
নিকটে পুন' তুমি করহ গমন!

দূত। যথা আজ্ঞা দেব!

(প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। "দিলনা অশ্বনী"!
এবার দণ্ডীর আরনা দেখি নিস্তার!
মম সনে করি বাদ, মৃত্যু মুখে হইতে পতিত
করিল সে সাধ!

নারদ। শান্তিময়!
হৃদে তব দিলাম অশান্তি ঢালি; যদুমণি! তাহে
কোর' নাক রোষ॥
শান্তিময়! বিদায় এখন—।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবন্তীনগর—রাজ-সভা।

দণ্ডীরাজ, মন্ত্রি, সৈন্যগণ।

দণ্ডী। মন্ত্রিবর!

প্রদানহ রাজ্যের কুশল,—আছে কি বিদ্রোহী কেহ?

মন্ত্রি। মহারাজ!

নাহিক বিদ্রোহী বা দুষ্টজন,—রাজ্যে তব কোন জন

করিবে সাহস তব সম বীরসনে করিতে বিবাদ?

দণ্ডী। কহ সৈন্যগণ! সে দুষ্টের বারতা

যেবা মম আগমনে পশি' রমণীর ভবন ভিতরে,

প্রজারে আমার করিতে পীড়ন,

সাহসেতে বেঁধেছিল হিয়া।

মন্ত্রী। নাহি কোন বিদ্রোহী রাজন!

দুষ্টজন তব মুখ হ'তে

শাসিত বাণী করিয়া শ্রবণ,

হ'য়েছে শাসিত! কিন্তু মহারাজ!

মম জ্ঞানে এই অমঙ্গল করি দরশন!

(যাদব দূতের প্রবেশ)

১ সৈ। মহারাজ! কি কারণে বার বার

দূত বর বেশে আসি পশে সভার ভিতরে?

দণ্ডী। আরে দুষ্ট!

কাহার আজ্ঞায় পশ তুমি সভার ভিতর!

দূত তুমি, দূত সম করহ ব্যবহার।

দূত। দণ্ডীরাজ! পশি আমি সভা মাঝে তব—

প্রভুআজ্ঞা হেতু মোর—

শুন বলি!

কুমতি এবার ঘটেছে তোমার,

তা না হলে *হরি সনে করিতে বিবাদ

কেবা কবে করিয়াছে সাধ!

স্বেচ্ছায় অশ্বিনী যদি না কর প্রদান,

তা হ'লে রাখ মনে, স্বর্গ মর্ত্ত

ত্রিভূবনে নারিবে রক্ষিতে কেহ পরাণ তোমার—

দণ্ডী। রে দূত, ফিরে গিয়া প্রভূর

সদনে তব বলিস তাঁয়, থাকিতে

শোণিত বিন্দু, দণ্ডীরাজ কভূ

অশ্বনী নাহি করিবে প্রদান!

দূত। দেখি, তুমি প্রতিজ্ঞা আপন

কতক্ষণ রক্ষিবারে করহ যতন!

(প্রস্থান)

দণ্ডী। সৈন্যগণ, আজি হঁতে অশ্বিনীরে রক্ষিবারে

করহ যতন!

মন্ত্রিবর!

আজি হ'তে রাজ-দণ্ড মোর তব হস্তে করিব প্রদান!

(উন্মত্তের ন্যায়)

সাজ সাজ সৈন্যগণ ! পশিবারে মাধব-সমরে ;
আজি হ'তে রণ বাদ্য করহ ঘোষণা—
আজি হ'তে উড়াও পতাকা।
না—না—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ ক্ষণ কাল,
আজি আজ্ঞা মোর নাহি করিহ পালন,
পুনঃ যবে আজ্ঞা আমি করিব প্রদান,
সেই দিন, সেই ক্ষণে, যুদ্ধ আজ্ঞা মোর
করিহ পালন।

মন্ত্রীবর !

প্রজাগণে নম্রতায়, বন্ধুগণে শীল তায়
করিও রঞ্জন ! ঘৃণা হিংসা চৌর্য্য দ্বেষ
নাহিক রাজ্যেতে মোর। রক্ষি বারে
আজ্ঞা মম সাধ্য মতে করিও
যতন সবে ।

১ সৈন্য। শুনহ রাজন্ !
যদবধি রবে প্রাণ,
আজ্ঞা তব করিব পালন ;
অজি হ'তে প্রতিজ্ঞা মোদের।

মন্ত্রী। মহারাজ ! অদ্যাবধি আজ্ঞা তব
কেহ করেনি লঙ্ঘন। কোন জন
ছাড়ি জীবনের আশা আজ্ঞা
তব করিতে লঙ্ঘন করিবে প্রয়াশ ?

২ সৈন্য। ছার্ প্রাণ তুচ্ছ করি জ্ঞান—
জীবনের আশে পশিনা সমরে কখন,
আজি হোক্, নহে কালি জীবন
হইবে বিলীন, জীবনে নাহিক মমতা;
তবে কি কারণে অমূল্য জীবনে
মাখিব কলঙ্ক !

দণ্ডী। ধন্য সৈন্যগণ,
যথোচিত বাক্য বটে,
তা না হ'লে অবন্তীরাজ কেমনে বা
লভিত এতেক সন্মান !
মন্ত্রীবর ! সৈন্যসনে করহ শিবিরে গমন,
যা'ব আমি পশ্চাতে তোমার।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ !

(সৈন্যগণের সহিত মন্ত্রীর প্রস্থান

দণ্ডী ! হায় হায় ! ভাবি মনে
কেমনে বা পাই পরিত্রাণ
এ হেন সঙ্কটে ; কি করি
উপায় ! নিরূপায়, এ উভয় সঙ্কট মোর।
হায় হায়, সঙ্কটও না পড়ে কভূ এহেন সঙ্কটে।
মাধবের হস্তে সে অশ্বিনী করিব প্রদান ?
না—না—তাহা পারিবনা কভূ।
যদি আমি হস্তে তাঁর এ অশ্বনী করি দান,
ভাবিবে সে গদাধর, হৃদয়ে পাইয়া
ভয় প্রেরিয়াছে প্রাণের অশ্বিনী তাঁর

সমীপে আমার। যদি নাহি করি দান—
সময়ে দিবেন যোগ বধিতে পরাণ;
কেবা ধরামাঝে হেন বীর যুদ্ধ করে
মাধবের সনে! তবে কি আশ্রয় তাঁর করিব
গ্রহণ? না—না—এতো সাজেনা আমার;
পশি রণ সাজে শত্রু মাঝে যবে,
সেবে অরিগণ প্রাণ ভয়ে করে পলায়ন—
আজ কেমনে সেই ক্ষত্রকুলোদ্ভব বীর ছার্
প্রাণের কারণ করিবে হীনতা স্বীকার।
হায় বিধি! এত কষ্ট লিখেছিলে ভালে!
ছার্ প্রাণ, ছার রাজ্য তুচ্ছ করি জ্ঞান।
হায় হায়, কি কারণে এ হেন
দুর্দ্দশা মোর? আরে হীন মতি নর,
যথা শাস্তি হয়েছে তোমার—
দৈব বাক্য লঙ্ঘিবার এই প্রতিফল।
দণ্ডীরাজ! ফুরাইল নরলীলা তব
ভীরুতার অন্ধ কুপে হোয়ে নিমগন।
হায় হায়! যদি আমি উর্ব্বশীর
রূপানলে নাহি মজিতাম! যদি আমি
সে সর্ব্বনাশিনী নারীরে গৃহে
মোর নাহি আনিতাম! যদি আমি
দৈব-বাক্য মতে কার্য্য করিতাম!
তা হ'লে তা হ'লে আজি
হেন চিন্তা নলে দগ্ধ কভু হ'তনা অন্তর।

হায় বিধি! এই কিহে বিধি তব!
কাল রাজ্যেশ্বর! আজি কিনা
প্রাণ ভিক্ষা হেতু করিয়া চিন্তন
ইচ্ছি দ্বারে দ্বারে করিতে ভ্রমণ!
হায় বিধি, কি দোষে দুষিব তোমায়!
হীন মতি নরগণ যদি রিপু বশে
না হ'ত চালিত তাহলে অভাগা
দণ্ডীর নাহি হ'ত এ হেন দুর্দ্দশা।
রাজা কেবা? আমি ও রাজ্য মোর
করিতো শাসন, তবে আজি কেন এ হেন দুর্দ্দশা
মম। মানবগণ!
শিক্ষা লও আজি অভাগা দণ্ডীর
সদনে, রিপু বশে হইলে চালিত
পরিণামে কি ফল ফলে।
যেই জন রিপুগণে পারে করিতে দমন,
মম জ্ঞানে সেই সাধুজন,
সেই বটে সুখি এই সংসার মাঝরে।
রে মন, চিন্তা বশে হইলে চিন্তিত কি ফল ফলিবে তব?
যাই শেষ দেখা দর্শিবারে
মহিষীর বিলাস ভবনে।

(প্রস্থান)

(প্রহরী ও এক জন সৈন্যের প্রবেশ)।

প্র। দাদা হে, মহারাজের গতিক খানা কি বাবা, দেখে শুনে ত চোম্‌কে গেছি, ব্যাপার খানা কি, বলত দাদা।

সৈ। ভায়া হে, সেই সেই সেই যে শিকার কোর্ত্তে গিয়ে যে এক অলুক্ষুণে রূপসী কে নিয়ে এসেছেন—মনে পড়ে কি দাদা,—শুননা অত চম্‌কাও কেন? সেই সেই জন্যেই লড়াই আর কি। দেখ বাবা যুদ্ধর কথা শুনে আমার মনটা কেমন কেমন কোর্‌ছে, যদি মরে যাই তাহ'লে আমি আর ইস্‌ত্রি কে দেখ্‌তে পা'বনা; এই বেলা একটু তার জন্যে কেঁদেনি (ক্রন্দন)

প্র। কাঁদ বাবা মনের সুখে যত কাঁস্তে পার কেঁদে নাও—

সৈ। ঠিক, বেশ তালে ধরেছ বাবা, সাধে তোমায় আর বলি দাদা।

প্র। এস ভায়া, যত টুকু কান্না হ'ল ততই ভাল। এখন আর কি করবে বল।

সৈ। হেঁ দাদা চল চল। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

মহিষী, দণ্ডীরাজ।

মহিষী। প্রাণেশ্বর! বল, বল,
কি কারণে হেরি এহেন
মলিন বদন তব! নবীনা ললনা
দিয়াছে কি হৃদয়ে বেদনা?

দণ্ডী। প্রণেশ্বরী,

কোন মুখে করি উচ্চারণ

যাহা মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে, শিরায় শিরায় পেতেছি বেদনা।

মহি। প্রাণাধিক! বল বল

কিসের যন্ত্রণা এত,

তব হৃদে করিল আঘাত!

দণ্ডী। সুন্দরী!

কি আর বলিব বল,

কৃষ্ণসনে করি বাদ, ঘটায়েছি

পরমাদ, প্রাণ লয়ে টানাটানি এবে;

নাহিক উপায়, নিরূপায়—

কহ প্রিয়তমে, কেমনে বা এহেন বিপদ

সলিলে পাই পরিত্রাণ—

মৃগয়া করিতে গিয়া লভে'ছি

উর্ব্বশী সুন্দরী জানি দেব দামোদর

দূতবর মুখে সে অশ্বিনী প্রেরিবার তরে

কোহেছেন মোরে।

যদি নাহি করি দান, সমরে

দিবেন যোগ বধিতে পরাণ!

মহিষী। কি কারণে চিন্ত মহারাজ!

কি কারণে এতেক ভাবনা তব!

কি কারণে শান্ত হৃদে ইচ্ছ বিষ

নিয়োজিতে?

দেব দামোদর ইচ্ছেন যে অশ্বিনী—প্রভু!

দেহ তাহা তাঁরে।
মিছা কেন ইচ্ছ তুমি=জ্বালাতে সমর ভীষণ।
প্রাণেশ্বর, প্রের তুমি রমানাথে তব
প্রাণের অশ্বিনী।

দণ্ডী। প্রিয়তমে, কোন বীর
থাকিতে বাহুবল, সৈন্যবল,
পারে শত্রুকরে করিতে সখের প্রতিমা
অর্পণ? এও সম্ভবে!
না—না—দণ্ডীরাজ তাহা পারিবেনা কভু;
হয় হোক আমার বিনাশ,
অথণ্ডন বিধিলিপি কভু হবেনা লঙ্ঘন।
জ্বলুক সমর ভীষণ!
ডরিনা সমরে ছার, সমর ত
রাজাদের অলঙ্কার; প্রিয়তমে, যাননা
কি তুমি? হরষে সমর মাঝে
প্রাণ মোর পারিব সঁপিতে;
কিন্তু অশ্বিনারে মোর সঁপিতে নারিব।

মহিষী। শুন বলি প্রাণেশ্বর,
মাধবের সনে বাদ দুরাশা
তোমার; সাজেনা সে আশা তব।
প্রাণাধিক! কোন জন দয়া, মায়া স্নেহ
ভুলি, স্বহস্তে গরল তুলি পারে প্রদানিতে
আপন রসনায়? শুন নাথ, অশ্বিনী
ত্যজিয়া যদি বাস হয় বনে, সেও ভাল

এড়াবে এ বিপদ জাল!

দণ্ডী। প্রিয়তমে! বীরাঙ্গনা বামা
হোয়ে কি কারণে প্রাণেশে তব
নিবার সমর মাঝারে করিতে প্রবেশ?
মানের অপেক্ষা নহে বড় এ জীবন।
অশ্বিনী ফিরিবারে নাহি বল পুনঃ,
তার চেয়ে বল বল যাক্ এ জীবন।
শুন রাণী, পুত্র লয়ে থাক রাজ্য সুখে!
ভাবিয়াছি মনে, কিছু দিন
লব বাস জনাকীর্ণ স্থানে;
আসিব আবার ফিরে কিছুদিন পরে।

মহিষী। প্রাণেশ্বর! অশ্বিনী ফিরিয়া দাও—
কাজ নাই রণে, শান্তির হৃদয়ে কেন
অশান্তি ঢালিবে হেন? করিওনা বিসম্বাদ,
আজ মিনতি আমার।

দণ্ডী। শুন রাণী, বার বার কেন বল
হেন বাণী, বৃথা কেন কষ্ট
পাবে! আসিনাই পরামর্শ তরে,
আসিয়াছি শেষ দেখা দর্শিবারে—
যত দিন রবে প্রাণ করিবনা অশ্বিনী প্রদান।
আজি এই শেষ
দেখা তব সনে—বিদায়—
বিদায়—এখন!

(দণ্ডীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান ।

(দণ্ডীরাজের প্রবেশ)

দণ্ডী । হায়, ভেবে নাহি কুল পাই ।
থাক সৈন্য মোর, থাক নিজ বাহুবল ;
অভয় হেতু দ্বারে দ্বারে করিব ভ্রমণ ।
বীরগণ আছে যত ধরামাঝে,
অভয় কারণ যাব আমি সদনে তাদের ;
কুবের বরুণ যম, অথবা
মগধ ঈশ্বর নিকটে ভিক্ষা লব
আশ্রয় কারণ ! ছার রাজ্য—
অমূল্য জীবন করিলে রক্ষণ,
পাব কত শত রাজ্য পুনঃ ।
এক কথা, লোকে হীন জন বলি
ঘৃণিবে আমারে ; কি ক্ষতি
আমার তায় !

(নেপথ্যে গীত)

মহিষী । কেন কেন কেন মন উচাটন।
দক্ষিণ নয়ন কেন কাঁপে সঘন ॥

দণ্ডী। আহা, হেন কালে
কেবা গায় এহেন সঙ্গিত!

গীত।

নে—মহি। হায় হায়! হেন দুঃখ ক'ব কায়।
হৃদয় মণি চলে যায়—
অবলা নারীরে ঠেলিয়া দু'পায় ॥

দণ্ডী। মরি! কে হেন কঠিন পুরুষ!

গীত।

নে—মহি। জীবন সঙ্গিনী, দুঃখের দুঃখিনী।
পতি বিনানাহি যানে সে রমণী ॥

দণ্ডী। মরি! কেবা সেরমণী!

গীত ॥

নে—মহি। রাজার নন্দিনী, রাজার কামিনী।
সে অভাগিনী পতি সোহাগিনী ॥

দণ্ডী। আহা, কে হেন ললনায়
দেয় দারুণ বেদনা;
ইচ্ছা হয় হেরি সে বদন।

(মহিষীর প্রবেশ)

মহিষী। প্রাণেশ্বর! পুনঃ সে রমণী বাধা দিতে
আসিয়াছে তোমাধনে প্রবেশিতে
সমর প্রাঙ্গণে—প্রের প্রভু
অশ্বিনী তাঁহার সমীপে; অথবা

দেহ দূত পাঠাইয়ে দ্বারকাপতির সদনে !
মহারাজ ! নারি বটে, কিন্তু যানি
বিবাদে কিফল—আজ এমোর
প্রার্থনা, এমোর মিনতি,
অশ্বী সহ দূত এক করহ প্রেরণ তাঁয়।

দণ্ডী। প্রেরি বা না প্রেরি তাহে
বাক্য ব্যয় হবেনা করিতে তব—
নিজ মনে করিয়া চিন্তন
যাহা ভাল ভাবি, তাহাই করিব ;
যাও ব্যাধিওনা মোরে চিন্তা উদ্ভাবন কালে !

মহিষী। মহারাজ ! আসিয়াছি
বাধা দিতে সঙ্কটের পথে তোমা
করিতে প্রবেশ ! ক্ষান্ত হও, ধরি
পায়, (পদ ধারণ) রাখ দাসীর
মিনতি, দ্বারকার শান্তি যেন
হয়না চঞ্চল !!

দণ্ডী। আহা কি যন্ত্রণা,
বৃথা কেন পুনঃ পুনঃ সেই কথা।

মহিষী। প্রাণেশ্বর ! বল বল
বিবাদ মিটাবে তুমি,
রাখিবে অচলা শান্তি
দ্বারকা নগরে, তাহ'লে এখনি
যাইব আমি, দিবনা
ব্যাঘাত তব অমূল্য সময়ে।

দণ্ডী। (বিরক্ত ভাবে) আয়রে নির্ব্বোধ রমণী!
ডাকিনি তোমারে আমি পরামর্শ তরে।

মহিষী। (কাতর ভাবে)
মহারাজ! দাসী আমি তব পদতলে,
তে কারণে বার বার করি
মঙ্গল কামনা তব; পতি তুমি, পত্নী আমি
তব। স্বামির অর্দ্ধাঙ্গ নারী—
স্বামি হেতু সহে দুঃখ,
স্বামি হেতু ভোগে সুখ;
স্বামি বই ললনার কেবা আছে ধরা মাঝে?
প্রেম ভক্তি করিয়াছি দান
শ্রীকরে তোমার—বুদ্ধিমান,
নহ অজ্ঞ তুমি! তে কারণে
অধিক বলা না হয় উচিত;
পতি কায়া, পত্নী তাঁর ছায়া।

দণ্ডী। শুন বলি, উপদেশ তব শিখাতে হবেনা মোরে;
বুদ্ধি মতী তুমি, তবে কি কারণে বার
বার ত্যক্ত কর মোরে।

মহিষী। প্রাণেশ্বর!
বল বল যুদ্ধে নাহি করিব গমন,
তাহ'লে অভাগিনী নাহি দিবেক
যন্ত্রণা হৃদি মাঝে তব!
রমণীর রোদনের রোলে ফাটে
প্রাণ, খোলে কাণ কিন্তু

মহারাজ! কোথায় সে ভাব তব?

মন্ত্রী। (স্বগত) মাধুর্য্যের তরে সহি এত দুঃখ।

(প্রকাশ্যে বিরক্ত ভাবে)

শুন রাণী! বার বার যত বলি

বিরক্ত কোরনা মোরে, ততই

বাড়িছ তুমি যন্ত্রণাদায়িনী।

দূর হোক, এখানেও না চাহি থাকিতে;

যাই তুমি যথা না পার যাইতে।

(বেগে প্রস্থান)

মহিষী। হায় হায়! কি করি উপায়,

কেমনে বা রক্ষি প্রাণেশ্বরে

এহেন বিপদ সলিলে!

শ্রীমধুসূদন, নারায়ণ,

রাখ রাখ প্রাণনাথে মোর

এহেন সঙ্কটে। তোমাবই মানবের

কেবা আছে ধরণী মাঝারে?

শ্রীচরণে স্থান দিও পতিরে আমার।

দয়াময়!

ফিরাও—ফিরাও মতি গতি তাঁর;

শত্রু বলি ঘৃণা যেন নাহি কোরো

তাঁয়। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



পঞ্চম দৃশ্য ।

বিলাস-ভবন ।

(দণ্ডীরাজ, উর্ব্বশী)

উর্ব্ব । প্রাণেশ্বর ! কি কারণে
হেরি আজ ভার ভার মন !
বল নাথ ! কিসের ভাবনা এত ?

দণ্ডী । (স্বগত) রূঢ় ভাষে সম্বোধিব ?
না—না—তাহা নহেত উচিত,
কোন কালে লোভিবার তরে
যারে কত প্রেম ভাষে, পায়ে ধরি
লয়েছি হৃদয়ে; তাঁরে কেমনে বা
বলি কটু বাণী ! রে মন, কেন পুনঃ
প্রেম আলাপনে হও নিমগন ?
যাহার লাগিয়ে সোনার সংসার
করিনু শ্মশান ! যাহার লাগিয়া
রাজ্য ধন মান দিয়া বিসর্জ্জন

ইচ্ছ দ্বারে দ্বারে করিতে ভ্রমণ !
কেন পুনঃ তাঁরে চাহ তুষিবারে ?
যা হোক্ সে হোক্, এই শেষ আলাপন ;
যাইবার কালে করি এক বার কথোবকথন !
(প্রকাশ্যে) চন্দ্রাননে! কি আর বলিব বল,
জ্ঞান হয় মনে দণ্ডীরাজ নিজ দোষে
ফেলিল যবনিকা আপন জীবনে।

উর্ব্ব। কহ প্রাণাধিক!
কি কারণে পড়িল যবনিকা
তব সম রাজার জীবনে ?

দণ্ডী। তোমার কারণে—
যদি তোমা ধনে নাহি আনিতাম
আলয়ে আমার,
তাহ'লে জগতপতির সনে করিতে না
হোতো মোরে বাদ বিসম্বাদ !

উর্ব্ব। কহ নাথ! জগত বন্ধুর
সনে কেমনে বা বাধিল সংগ্রাম ?
কেমনে বা ঘটিল এ দুর্ঘটনা ?

দণ্ডী। মৃগয়া করিতে গিয়া পেয়েছি তোমারে
জানি তাহা কোন জন মাধবের
তুলিয়াছে কাণে ! রমানাথ
দূত দ্বারা যানায়েছেন মোরে, যদি
তোমারে না করি দান, তাহলে,

তিনি দিবেন যোগ বধিতে আমায়!
প্রতিজ্ঞা ভিষণ মোর! যদবধি
রবে প্রাণ করিবনা তোমারে প্রদান;
কিন্তু, নাহি মম সৈন্য বল বাহুবল,
যুঝিবারে মাধবের সনে;
এই সে কারণে ইচ্ছি বীর গণ
দ্বারে করিয়া ভ্রমণ ভিক্ষা লব অভয় দান!

ঊর্ব্ব। মহারাজ কি দশা আমার হবে?
এইসে কারণে লোভেছিলে মোরে?
এই কি কারণে আমি তোমা করেছি বরণ?
বীর তুমি যুঝ প্রাণপণে!

দণ্ডী। শুন বলি! লোভি তোমা ধনে,
ধন মান গেল অধঃপাতে;
থাক মোর অশ্বশালে,
নিশায় নিবাস এ ভবনে তব,
অথবা পূর্ব্ব সম ভ্রম বনে বনে;
নাহিক ক্ষমতা, নাহিক মমতা
মম! অন্য জন হোত যদি,
তাহ'লে সুন্দরী! দেখাতাম
ক্ষমতা আমার! দেখিতে তখন বীর দণ্ডী
কেমনে বা সৈন্য সনে যুঝিতেন অরিমাঝে;
কিন্তু দয়াময় নিদয় আজি! তানাহ'লে
এত সুখ, এত প্রেম যায় রসাতল।

শুনলো ললনা! বিন্দু মাত্র শক্তি যদি
থাকিত আমার রক্ষিবারে তোমা, তাহ'লে
নিজ সুখ নাহি দিতাম সলিলে!

উর্ব্ব। (স্বগত) এবে মোর মন-বাঞ্ছা হইবে পূরণ,
এবে শাপ মোর হবে বিমোচন!
এত দিনে ফুরা'ল ধরার যন্ত্রণা মম—
এত দিনে আশা পুনঃ হতেছে উদয়
পশিবারে স্বর্গেতে পুনঃ।
(প্রকাশ্যে) শুন নাথ!
তোমা হেন প্রেমিক বীহনে কেমনে
এ নারী করিবে জীবন যাপন?
কেমনে বা তোমার বীহনে
পশিব এ ভবন মাঝারে?
ভাবি মনে, পাছে বিপত্নী জ্ঞানে
পত্নী তব দেয়গো গঞ্জনা।

দণ্ডী। সুন্দরী, ভেবনা কখন তাহা।
দণ্ডীরাজ ছাড়ি রাজ্য আশা যেতেছে চলিয়া
বটে, কিন্তু মম; অবিদ্যমানে কোন জন
করিবে সাহস করিতে অন্যায় আচরণ?
শুনলো ললনা! ভেবনা ভেবনা
পত্নী মম বিপত্নী জ্ঞানে হৃদে
তব দিবেক যন্ত্রণা? আজি এই শেষ
আলাপন, অজি এই শেষ দেখা, আজি

এই শেষ কথোবকথন তব সনে ; জ্ঞান
হয় এজীবনে পুনঃ রাজ্য সুখ, প্রেমসুখ
হবেনা কখন। হবে দেখা, পারি যদি
রক্ষিবারে এই নির্লজ্জ জীবন! তাই বলি
এস এস দুজনার অশ্রুনীরে করি মিশামিশি!
সুন্দরী! আর তিষ্টিতে না পারি।
নেহার—নেহার—আসে পুনঃ পতি হারা
কাঙ্গালিনী পতি আশে ; যাই—যাই—
তানাহ'লে পুন পুনঃ দিবেক যন্ত্রণা
পতিপরায়ণা। (প্রস্থান)

উর্ব্ব। মাধবের সমর ঘোষণা অচল অটল।
তাঁর অনুরোধে স্বর্গের দেবতাগণ
হবে সমাগত সমর কারণ ;
হো'লে উপনিত দেবগণ ধরামাঝে,
হবে মোর শাপ বিমোচন,
হবে তবে "যাদব-কলঙ্ক"। (প্রস্থান)

(মুরলার প্রবেশ)

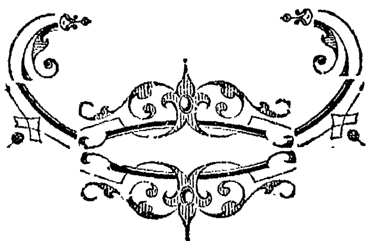
মুরলা। হোল প্রেম জানাজানি। এখন প্রাণ নিয়ে সব
টানাটানি। দেখ—অতি বাড়াবাড়ি—শেষেতে
সব ছাড়া ছাড়ি—বাবা বেশীর কিছুই ভাল নয়।
দুজনে যেমন ছেলো দেখা দেখি, এখন তেমনি
হোল ছাড়া আঁখি। আহা—তাইতো বলি—

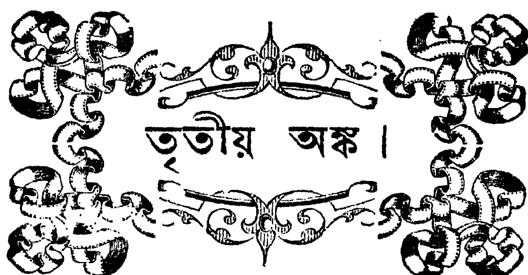
(গীত)

মন-পাখি বুঝতে না পারে।
উড়ে যায় যারতার তরে ॥
মনে করি বোঝাই বোঝাই—
সেও ছাই-বুঝতেও নারে ;—
(মন-পাখি) থাকে সদা আপন গোঁভরে।
কেউনা তারে বুঝা'তে পারে ॥

যাই—আপনার কাজ করিগে, মনিবের ত মাইনে খাই।

(প্রস্থান)





প্রথম দৃশ্য



গঙ্গা-বক্ষ।

(মূর্ত্তিমতী গঙ্গা ও যমুনা)



যমুনা। কহ দিদি! কি কারণে,
রাজ-দণ্ড ত্যজি দণ্ডী দণ্ডধর পশিবে
অতল সলিলে তব?

গঙ্গা। শুনলো ভগিনী, উর্ব্বশী সুন্দরী
দুর্ব্বাসার শাপের কারণ
দিবসে অশ্বিনী নিশায় কামিনী
বেশে আছিলা যে কানন মাঝারে——
দণ্ডী দণ্ডধর পশি শিকার কারণে
প্রেম ভাষেলয়েছে হৃদয়ে
তারে! দন্দপ্রিয় ঋষিবর

জানি এ বারতা মাধবেরে
যানায়ে উর্ব্বশীর সে রূপ মা
জ্বালায়েছেন সমর ভীষণ !

যমুনা। কহ দিদি,
সমর বারতা যবে হইল প্রচার,
সেবে অবন্তীরাজন যুদ্ধসাজে
হইল কি সজ্জিত যুদ্ধের কারণ ?

গঙ্গা। নহে তা ভগিনী !
মাধবের সমর ঘোষণা শুনিয়া
রাজন প্রাণ ভয়ে সশঙ্কিত চিতে
আশ্রয় কারণ
কুবের বরুণ যম জরাসন্ধ
দ্বারে করিয়া ভ্রমণ বঞ্চিত
আশ্রয়ে হোয়ে আসিবে এস্থানে
জীবন সঁপিবার তরে !

যমুনা। সৈন্যবল বাহুবল নাহি
কি তাহার ? মনে হয়
শুনেছিনু তব মুখ হোতে
অবন্তিরাজন সমর কারণ
বিখ্যাত এ ধরামাঝে !

গঙ্গা। সৈন্যবল, বাহুবল, মাধবের
কি পারে করিতে ?

যমুনা। তবে কি পশিবে সলিলে তব ?

গঙ্গা। পশিতে নাহবে তাঁয়,
এখনি অর্জ্জুনভামিনী জল কেলি
তরে আসিবে তটেতে আমার ;
দণ্ডীরাজ জীবন সঁপিতে আসিবে এস্থানে ;
উভয়ের শুভ দরশনে লয়ে যাবে
অর্জ্জুনভামিনী পাণ্ডব-শিবিরে !
দেখ্‌লো যমুনা ! আসে ঐ
রঙ্গে ভঙ্গে বামাদল সঙ্গে
অর্জ্জুনভামিনী ! এস এস লো ভগিনি
যাই মোরা আপন ভবনে।

(উভয়ের অন্তর্ধ্যান)

(দণ্ডীরাজের প্রবেশ)

দণ্ডী। হা বিধাতঃ ! সসাগরা পৃথিবীর
বীর পুত্রগণ দিলনা আশ্রয় কেহ ;
কেহ করিলনা স্নেহ !
পশিলাম যবে জরাসন্ধ দ্বারে
আশ্রয়ের তরে, সেবে বীরগর্ব্বে সে বর্ব্বর
হইয়া গর্ব্বিত করিল বৃথা আস্ফালন !
যা হোক্ সে হোক্—
হইব স্মরণাগত এবে পণ্ডবের।
হায়রে উন্মাদ আমি,
তানাহ'লে কৃষ্ণসখা পাণ্ডবের
স্মরণ লইতে মোর হতেছে বাসনা।
কৃষ্ণযে পাণ্ডব সখা—

সথার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে কোন জন ?
আমার আর নাহিক নিস্তার,—
চাহিনা—চাহিনা আর
কাহারো আশ্রয় ; ওহে দয়াময় !
চাহি শুদ্ধ তব মক্ষপদ।
বিপদভঞ্জন !
এবে অন্তিম সময় মোর, দেহ তব
শ্রীচরণ হৃদয়ে আমার !
ওহো—বুঝিছি—বুঝিছি,—
শত্রু বলি করিছ ঘৃণাপ্রদর্শন ;
দয়াময় ! বাহিরে শত্রু বটে তব,
কিন্তু ! অন্তর্য্যামি ত অন্তর জান !
হইয়া চির নির্ভয় বাঁচাইব প্রাণ,
অশ্বিনীরে শ্রীচরণে করিব অর্পণ তাঁর ?
না—না—এ বাসনা বৃথা মোর ;
প্রতিজ্ঞাকুল গৌরব, প্রতিজ্ঞাকুল
সৌরভ, কেমনে সে হেন প্রতিজ্ঞা
আমি করিব লঙ্ঘন ! দশাশন
হরিয়া রামের নারী যদবধি ছিল
দেহে প্রাণ, তদবধি সীতাদেবী
করেনি প্রত্যার্পণ তাঁয় !
দশানন আছে মোর আদর্শ স্বরূপ !
তবে ছিল তার ভুজবল, ছিল
অজেয় পুত্র মেঘনাথ তার

তে কারণে দাশরথি সনে
কোরে ছিল মহারণ ; কিন্তু নাহি মম
তত বল। হায় হায় ! ভেবে আর
কি করিব, গঙ্গার পবিত্র জলে
জীবন সঁপিব।

(গঙ্গা-বক্ষেরদিকে অধিক তর অগ্রস রহইয়া
কর জোরে গঙ্গার প্রতি)

অয়ি মাতঃ সুরধুনি ! কলুষ হারিণী !
এসেছি তোমার তীরে ভাসিতে গো
অশ্রুনীরে, চাওগো আপাঙ্গে
দাসের পানে বিপদতারিণী !
জগদম্বে ! দেমা শিরে অভয় চরণ,
শিব শির বিহারিণী, হরিপদ
নিঃসারিণী, তোমার পবিত্রনীরে
সপিব জীবন ! অনন্ত যাতনাময়
জীবন আমার,—এজীবনে ভুগেছি
মাতঃ ! কেবল দুঃখ অনুক্ষণ !
এ পৃথিবী নরক ধাম, লেশ মাত্র নাহি
গো সুখের নাম, কিন্তু তুই
মা অন্তিম কালে সবারই সহায় !
মাগো ! অসিয়াছি তব তীরে
মরমে মরিয়া, প্রসারি দুইকর
ধর্ মা হৃদয়ে ধর্
অজ্ঞান তনয়ে তোর করুণা করিয়া !

অনাদরে প্রাণ মন মম পুড়ে
অনুক্ষণ, করিয়া অভয় দান কেহই
দিলনা স্থান—দয়ার দেবতা
নাহিক এ ধরা মাঝে!
মাগো! কালের নির্জ্জন স্থানে
যাব জনমের তরে, পারিনা
সহিতে আর এত অনাদর,—সকলে
করিছে ঘৃণা, যানি মা বিকার শূন্য
অন্তর তোমার!
জননী! নেমা কোলে অধম সন্তানে।

(জল মধ্যে ঝম্প প্রদান)

(সখিগণ সনে সুভদ্রার প্রবেশ)

১ম সখি। এস লো সখি! সবে মিলি
আজি করি জল কেলি
এ গঙ্গার তটে!

২য় সখি। কাজ কি ভাই আর
তোমার অত রঙ্গ রসে।

৩য় সখি। নৈলে আর বল বাঁচিকিসে?

৪র্থ সখি। দেখলো স্বজনি!
কেবা সুঠাম পুরুষ
বীর বেশে আকণ্ঠ মগন
গঙ্গা জলে ভাসে!

সুভদ্রা। (অগ্রসর হইয়া) কেবা তুমি মহাশয়?
দেহ পরিচয়, ভিক্ষামাগে

তব ঠাই এই বামা দল !
পরিচয় দিলে তব হবেনা হীনতা
প্রকাশ !

দণ্ডী। (জলমধ্য হইলে উত্থিত হইয়া)
(স্বগত) পুনঃ যেন মনে হয়
ভাগ্যবলে রবে এ জীবন !
(প্রকাশ্যে) অয়িলো সুন্দরী !
মম দুঃখ করিলে প্রচার
কি ফল হইবে বল ?
তোমরা অবলা সরলা,
মম দুঃখ শুনিলেপরে
পাবে শুধু হৃদি মাঝে জ্বালা।

১ম সখী। কহ মহাশয় ! অবশ্য ফলিবে সুফল !

দণ্ডী। শুনগো সুন্দরীগণ, বলি শুন
মম বিবরণ, প্রেমের কারণ,
আজি মম হেতা আগমন ;
আমি অবন্তীরাজ, নাম মোর
দণ্ডীরাজ ! ভাগ্য বলে শিকার
গমনে পাইয়া ললনা রেখেছি.
আলয়ে জানি দেব গদাধর যুঝিবেন
মম সনে ! কিন্তু, নাহি মম
বল যুঝিবারে জগতবন্ধুর সনে !
তে কারণ বীরগণ দ্বারে
করিয়া ভ্রমণ যাচিনু অভয় কারণ ;

কিন্তু, ভাগ্য দোষে কেহ
দিলনা আশ্রয়!

সুভদ্রা। নরনাথ!
কে করিবে তোমারে নিধন?
শুন পরিচয় মোর!
পতি মোর তৃতীয় পাণ্ডব!
অভিমন্যু পুত্র মম,
সাক্ষ্যাৎ সমন সম—
আর্য্য মোর ভীম—
ভীম সম বীর কেবা আছে
ধরণী মাঝারে,—তাঁর অনুরোধে
দাদা ক্ষমিবে তোমায়,
না ক্ষমিলে—
দেখিতে হইবে তাঁরে
আপন উপায়। ঘটিবে
মাধব সনে ঘোরতর রণ;
হইলে সমর শেষ, যেও
তুমি আপনার দেশ!

দণ্ডী। সুভদ্রে! সখিগণ সনে
চলি যাও আপন আপন ভবনে।
নারিবে রক্ষিতে জীবন আমার।
অন্তিম সময় মোর! গঙ্গাদেবী তরঙ্গে তরঙ্গ
ফেলি এখনি করিবে কেলি!
যাও দেবী গৃহে যাও নিশ্চিন্ত হইয়া!

সুভদ্রা। না ভাবিহ কিছু তায়!
কেন মহারাজ হতেছ হতাশ?
আমার আশ্বাসে হৃদে তব হ'লনা
বিশ্বাস! বীরের ভগিনী, বীরের রমণী,
বীরের জননী আমি! বীরাঙ্গনা
বাক্যে তব হ'লনা আশ্বাস?
রক্ষিবেন পতি মোর নিশ্চয় তোমারে,
তবে সখা ভয়ে হইয়া সঙ্কিত
যদি করে অপমান মোর, মাগিব
আশ্রয় কারণ ভীম ভাশুর সদনে।
নিশ্চয় যানিহ রাজন! কুলধর্ম্ম তরে
কোন ভয় না করিয়া
তোমারে আশ্রয় দিবে;
না হয় প্রাণ দিবে
বিসর্জ্জন মাধব-সমরে!

দণ্ডী। (স্বগত) হায়! তুচ্ছ প্রাণের কারণ
রমণীর অঞ্চল করিয়া ধারণ
হ'ল রক্ষিবারে এ ছার জীবন!
ধিক্, ধিক্! শত ধিক এ জীবনে!
কিন্তু আশা মনে পুনঃ পুনঃ
হতেছে উদয় যেন রক্ষা পাব এ
মহাসঙ্কটে! যাই অর্জ্জুনভামিনী
সনে, নিশ্চয় রক্ষা পাব এ জীবনে;
না হয় সখার কারণ শ্রীমধুসুদন

করিবেন সন্ধি সংস্থাপন! (প্রকাশ্যে)
স্থন্দরী! যাই চল তব সনে
এ ছার জীবন রক্ষার কারণে!

স্থভদ্রা। শুনহ নররায়! বলি তোমা
পুনরায়, এস এস তোমাধনে
লয়ে যাই মম ভীম ভাশুর সদনে!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম! কালের বিচিত্র লীলা বুঝা নাহি যায়!
কর্ম্মক্ষেত্রে যারে সবে আপনার
ভেবে করে লালন পালন, সেই জন
করে অযতন; হায়! সকলি কালের গতি।
ধার্ম্মিক স্থজন অবন্তীরাজন!
অসংখ্য—অসংখ্য চমু তাঁর!
ক্ষত্রিয় তনয়—সজিব! সজিব!
হায়! মানবের আশা-তৃষা কভুনা ফুরায়,
পলকে পলকে নব আশা মনেতে যুয়ায়।
প্রেমের তাড়নে পড়ি বিষময় নারী প্রেমে
জর জর করেছে অন্তর তার। হায় হায়!

কি করি উপায়, ক্ষত্র-ধর্ম্ম লুপ্ত এবে প্রায়।
প্রাণের কারণ অবন্তীরাজন্ কুবের, বরুণ,
যম, জরাসন্ধাদি দ্বারে কোরেছে ভ্রমণ!
কিন্তু হায়! তবু নাহি লোভেছে আশ্রয়।

(দূরে লক্ষ করিয়া)

একি হেরি, কেবা আসে উন্মাদিনীবেশে!
যে হও সে হও, কেহ নাহি বাধিতে
নারিবে আমারে; ভরসা তাহারে আমি
দিয়াছি যখন, তখন প্রাণপণে রক্ষিব তাহায়।
দিনমণি অস্ত যদি উত্তরেতে যায়,
দিক্ষাহীন নর যদি পাদপদ্ম পায়,
তবুও—তবুও ক্ষত্র-ধর্ম্ম লুপ্ত নাহি হইবে ধরায়।

(কুন্তীর প্রবেশ)

একি জননী আমার!
মাতঃ! কি কারণে, কেমনে,
পরিহরি অন্তপুর আগত এস্থানে।
ঘোটেছে কি অমঙ্গল মাতঃ?
অথবা কোন অরি আক্রমিতে পুরী
আসিয়াছে রাজ্যেতে মোদের?
দেহ মাতঃ! দেহ বার্ত্তা অবিলম্বে;
সাজি তবে যুদ্ধের কারণ,—
বল মাগো, কোন হীন জন অসিয়াছে
দামোদর ভক্তে প্রহারিতে বাণ?
কেমনে বা আসিয়াছে পাণ্ডব সনে

করিতে সংগ্রাম ! বল মাগো,
কেবা সেই দুষ্ট জন, কেবা সেই
নির্ব্বোধ অরি অসিয়াছে
যুঝিবারে পাণ্ডব সনে ? ছার প্রাণ
তুচ্ছ জ্ঞানে দিব বিসর্জ্জন
সমর প্রাঙ্গণে, সাজিব যুদ্ধ সাজে
আসে আপনি যদি দেব যদুপতি ;
অথবা, যাদব দল যদি আসে, তা'হলে
তা'হলে জননী তব আশীর্ব্বাদে
পতঙ্গ সম বধিয়া তাদের, যাদব-কুলে
করিব কলঙ্ক অর্পণ !
ভেবনা কথন মাতঃ ! বীর বৃকোদর
যুদ্ধ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ, রবে
ছার প্রাণের কারণ শিবির ভিতরে !

কুন্তি। অবোধ !
পাণ্ডব অরি অক্রমিতে পুরী
আসিয়াছে পাণ্ডব আলয়ে।
নহে পাণ্ডব অরি, প্রসাদে
যাঁহার ভোগ রাজ-সুখ, যাঁহার প্রভাবে
বিপদে সম্পদে পাও পরিত্রাণ,
যাঁহার কৌশলে বারে বারে পার
রক্ষিবারে জীবন আপন, সেই জন
অরি তাঁর।

ভীম। মাতঃ ! এই সে কারণে পরিহরি

অন্তপুর অসিয়াছ পাণ্ডব শিবিরে !
এই কি কারণে আসিয়াছ ভীমের
সদনে ! যাও মাগো আলয়ে তোমার ;
নারিবে বুঝাতে আমারে ; যদবধি
রবে দেহে প্রাণ তদবধি বীর বৃকোদর
থাকিতে শোণিত বিন্দু দণ্ডী দণ্ডধরে
নারিবে ত্যজিতে !

কুন্তি। কি আশ্চর্য্য যাদুমণি, একি ভাব
তব ! যাঁহারে লভিবারে ধ্যান করি
কতশত ঋষিবর পর্ব্বতে, গহ্বরে,
কান্দারে, বেড়ায় খুঁজিয়া, সেই
হরি দয়াময় সহায় তোদের ;
কেমনে তাঁহার সনে করিবে সংগ্রাম ?
বোলেছেন ধর্ম্মরাজ দণ্ডীরে ত্যজিতে,
এই সে কারণে আসিয়াছি বোঝাতে
তোমারে, কর তুমি দণ্ডী পরিহার !

ভীম। মাগো ! বুঝাতে নারিবি
আমারে, বৃথা কি কারণে কষ্ট পাবে, চলি যাও
আপন ভবনে।
(স্বগত) ধীরে—ধীরে কর আঘাত হৃদয়ে !
(প্রকাশ্যে) মাগো !
ধর্ম্মরাজের এই কিমা উচিত ব্যবহার।
জানি মা মোদের সখা দেব দামোদর,
তথাপি স্মরণাগতে রক্ষিব মা সাধ্য মতে।

কুন্তী। নির্ব্বোধ!
বৃথা কেন কর জ্বালাতন!
মদনমোহন সনে করিয়া সংগ্রাম
চাহ হারাইতে নিজ প্রাণ?
পঞ্চ ভাই বসি একাসনে যাহা ভাল
বুঝ মনে তাহাই করিবে এস মোর সনে!

ভীম। মাগো বার বার কেন কর জ্বালাতন,
যাও চলি আপন ভবনে!

কুন্তী। (স্বগত) হায় হায় একি দুর্ব্বিপাক,
কোথা হোতে অবন্তীরাজন
করিল পাণ্ডব আলয়ে আগমন!
(প্রকাশ্যে) দয়াময়! তুমিই পাণ্ডব
সহায়, তব বলে করে এত অহঙ্কার,
তব বলে পাণ্ডবগণ বিজয়ি সংসারে!

(দুঃখে প্রস্থান)

ভীম। কি ভয়, সমরে কাঁপাব
বিটপি-পল্লব মুকুল—

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। ভ্রাতঃ! দাসদ্বয় আসিয়াছে তব পাশে,
আজ্ঞা হোলে করি মোরা ধর্ম্মরাজের
বারতা প্রদান!

ভীম। (ক্রোধ সহকারে) আজ্ঞা তব বুঝাতে হবেনা মোরে!

সহদেব। শুন দাদা! ধর্ম্মরাজ বোলেছেন

দণ্ডীরে ত্যজিতে, পরিহরি দণ্ডী দণ্ডধরে,
শান্তি অভিষিক্ত দেহ করুন এখন !

নকুল। (পদপ্রান্তে পতিত হইয়া) দাদাগো চরণে ধরি,
দণ্ডী পরিহরি, এস মম
সনে, লয়ে যাই তোমা ধর্ম্মের সদনে !

ভীম। শুন ভাই ! কেন বৃথা কর অনুরোধ !
নারিব রক্ষিতে আমি ! যাও ভাই বলগে
ধর্ম্মরাজে বৃকোদর দণ্ডী দণ্ডধরে
রক্ষিবার তরে করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ !

সহদেব। দাদা মাধবের সনে সমর-বাসনা তব
অকারণ, কেন দাদা চাও বিসর্জ্জিতে
বিশ্ববিজয়ি পাণ্ডব নাম ! দাও দাদা,
দাও ফিরি, অশ্বী সহ দণ্ডীরাজে
যাদব-শ্রীকরে ! কেন দাদা পরের
লাগিয়া ইচ্ছ তুমি হারাইতে নিজ প্রাণ ?
পরের লাগিয়া কেন চাহ ধন মান দিতে
বিসর্জ্জন ?

ভীম। শুনরে অনুজ ! দণ্ডী দণ্ডধরে
দিলনা আশ্রয় কেহ, কেহ করিলনা
স্নেহ, সে কারণে হৃদি মাঝে মম
হইল দয়ার সঞ্চার ; এই হেতু রক্ষিবারে
আমি করিয়াছি অঙ্গিকার, করিয়াছি
প্রতিজ্ঞা ভীষণ তায় রক্ষিবারে !
ভাব রে, অনুজ, ভাব নিজমনে,

কেমনে ক্ষত্রকুলোদ্ভব বীর তুচ্ছ প্রাণের
কারণ, করিবে আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন!
জ্ঞান হয় যেন দেব যদুপতি, কহিলেন মম
প্রতি "দেহ অবন্তীপতিরে আশ্রয়,
তা'হলে বৃকোদর, অমর অক্ষয় যশ
হবে উপার্জ্জন পাণ্ডব ভিতরে" ;
তেকারণ রক্ষিয়াছি দণ্ডী দণ্ডধরে,
তেকারণে দিয়াছি আশ্বাসতারে!

সহদেব। শুন দাদা, তব বাক্যে হল
যেন বীরত্বের সঞ্চয় মম, তব
বাক্যে হৃদিমাঝে মোর বীর-ভাব
হইল উদিত ; দাদা প্রতিজ্ঞা আপন
করহ পালন, প্রতিজ্ঞা পালনে করহ
যতন, যতনে অক্ষয় যশ হবে উপার্জ্জন!

ভীম। শুন ভ্রাতৃদ্বয়! বুঝিয়াছ অন্তর আমার,
কি কারণে, দিয়াছি আশ্রয় অবন্তীরাজনে?
সহদেব শুন মম বাণী, যাহ তুমি
ধর্ম্মরাজে বুঝাবার তরে, শুনরে
নকুল যাহ তুমি আলয়ে আমার
আশ্বাসিতে অবন্তীপতিরে!

নকুল। দাদ! আজ্ঞা তব করিতে পালন,
দাস এই করিল গমন।

(প্রস্থান)

সহদেব। দাদা ! যাই তবে ধর্ম্মের
সদনে তব আজ্ঞামতে !

(প্রস্থান)

ভীম। রণরঙ্গে মাতাব সবারে,
ছুটাব উৎসাহ হৃদয়ে
সবার—রণে ত্রাসিব যাদবগণে—

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। শুন আর্য্য, ধর্ম্ম আজ্ঞা মতে
আসিয়াছি তবপাশে !

ভীম। এস এসরে অর্জ্জুন—
বীর জন কভূ পারে আশ্রিতেরে
আশ্রয় হোতে করিতে বঞ্চিত !
যথার্থ বীর তুমি, তেকারণে
পরামর্শ তরে আসিয়াছ আমার
সদনে ; কি ভয় ? সমরে কাঁপা'ব বন,
কাঁপা'ব ত্রিভূবন ; কহত অর্জ্জুন কেমনে
আশ্রিতেরে করিব বিদায় !

অর্জ্জুন। শুন দাদা, আসি নাই আশ্রিতেরে
করিতে রক্ষণ, আসিয়াছি বাধা দিতে
মাধব-সমরে তোমা করিতে প্রবেশ !

ভীম রে বর্ব্বর , বীর বট তুমি !
এইকিরে বীরের বীর ভাব ?
এইকিরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের
হ'ল সুবিচার ?—এই বীরগর্ব্বে

হওরে গর্ব্বিত !
আরেরে বর্ব্বর, তুই কি সে মহাবীর
অভিমন্যু পিতা, তুই কি সেই
ক্ষত্রকুলোদ্ভব পাণ্ডুর নন্দন, প্রভাবে
যাহার রণ মাঝে মহারথী হয় পরাভব ?
কোথায় সে ভাব, কোথায়
সে বিরত্ব তব, যাহা হেরি দেব নর
যক্ষ রক্ষ ভয়ে করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ?
মৃত্যু ভয়ে ভীত কিরে তুই ?
কর্ ক্ষত্রকার্য্য, প্রকাশহ ক্ষত্র-ধর্ম্ম,
যাহা করি প্রদর্শন, পিতা পিতামহ
তব করিয়াছেন অক্ষয় অমর যশ উপার্জ্জন ?
বীর তুমি, কি কারণে
শরণাগতেরে চাহ করিতে বর্জ্জন ?
বীরবর ! ধর অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে ;
শিব-দত্ত পাশুপৎ বাণ টঙ্কারহ
ধনু মাঝে তব। দ্রোণচার্য্য গুরু,
বীর বলি শিখায়েছেন ধনু বিদ্যা তোমা,
যাহার প্রভাবে রণমাঝে সকলে করেরে
প্রশংশা তোমার। কি কারণে চাহ
শত্রুপদে হইতে পতিত !
বীরের মুখ হোতে কেমনে এ হেন
অকথ্য কথন হ'ল উচ্চারণ, বুঝিতে
নারিল ভীম ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে !

অর্জ্জুন। যা বল সে বল, একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা যিনি,
তাঁরে, কেমনে বা যুদ্ধ হেতু ডাকিব
সমরে ? একার্য্য আমি নারিব
করিতে ; শুন দাদা দেহ অশ্বীসহ দণ্ডীরাজে
মাধব-শ্রীকরে !

ভীম। অর্জ্জুন, ভেবেছ কি তব সম বীর নাই মেদিনীমণ্ডলে ?
ভেবনা কখন, ক্ষত্রকুলে মাঝে তব সম বীর
কত শত আছে বিদ্যমান ! ভেবনা
কখন তব সহায় বীহনে বীর বৃকোদর
অশ্বীসহ দণ্ডীরাজে করিবে অর্পণ
মাধব শ্রীকরে ! যাওরে অর্জ্জুন নিজ বধু'মান
নাশিবারে লওগে শরণ যদুপতি
পাশে ; ভেবনা কখন আশ্রিতেরে
করিলে বঞ্চিত যশ তব হবে উপার্জ্জন ?
যারে অধার্ম্মিক ক্ষত্রকুলগ্লানি, ধর্ম্ম
বল বাহুবল ত্যজি লওগে শরণ যাদব
পতির সদনে ! পার যদি লয়ে যেও সাথে
অন্য যত বীরগণে। দূর হও ! বীর বৃকোদর
ক্ষত্রকুলগ্লানি মুখ নাহি করে রে দর্শন !
যদি যদুপতির শরে যায় এ জীবন, তাহ'লে
তাহার অপেক্ষা সুখ নাহি হবে ;
নিরূপম নিত্যধামে পাব নিকেতন।

(যুধিষ্টিরের প্রবেশ)

এস এস আর্য্য ! প্রণমি চরণে !

এসেছ কি যুদ্ধ সাজে হইতে সজ্জিত!
অথবা ক্ষত্র-কুল-ধর্ম্ম দিতে বিসর্জ্জন?

যুধি। শুনরে অনুজ! ত্যজ ভাই দণ্ডী দণ্ডেশ্বরে,
বৃথা কেন কুযশের ধ্বজা উরাইবিরে
ভাই; কটাক্ষে করেন যিনি জগৎ সংহার,
কেমনে রণসাজে যুঝিবে তাঁহার সনে?
ধর ধর ভাই, বিহিত বচন ধর,
দণ্ডী পরিহার কর; কেন ভাই সবে
মিলে চাহ হারাইতে প্রাণ? কিনেছিলে
বিনা মূল্যে বিশ্বময়, বিঘ্নহর,
শ্রীমধুসূদনে!

ভীম। দাদা বৃথা কেন কর তিরস্কার মোরে!
ভাব নিজমনে আশ্রিতেরে
কেমনে করিব বঞ্চিত! প্রতিজ্ঞা করেছি
যখন, নারিব কখন সে প্রতিজ্ঞা
করিতে লঙ্ঘন, তাহে প্রাণ যায় যাক্,
তথাপি ক্ষত্র-ধর্ম্ম করিব পালন!
ধর্ম্মরাজ! কেন চাহ আশ্রিতেরে করিতে বর্জ্জন?
জাননা কি আর্য্য! ক্ষত্র-ধর্ম্ম
আশ্রিতেরে করিতে রক্ষণ, বিদিত ভুবনে
ইহা জ্বলন্ত অক্ষরে! অটল অচল প্রতিজ্ঞা
মম; চিরকাল আজ্ঞা তব করেছি পালন,
কিন্তু আর্য্য! এ আজ্ঞা আমি নারিব
রক্ষিতে এখন। অচল সে আর্য্য-ভক্তি এ

হৃদি হইতে কে যেন তুলিয়া নিল!
যত দিন রবে প্রাণ, তত দিন করিব
না দণ্ডী দান—প্রতিজ্ঞা আমার
অটল অচল! (প্রস্থান)

যুধি। ভাইরে অর্জ্জুন! একি সর্ব্বনাশ
একি দুর্ব্বিপাক, ঘটিল হরিষে
বিষাদ মোর; হা বিধাতঃ কি আর
করিব, কি আর ভাবিব, রক্ষা কর
এই অমঙ্গলে, মঙ্গলময় তুমি,
তোমারই ভরসা!

অর্জ্জু। এস দাদা, এস এস যাইপুনঃ
মোরা বুঝাইতে বীর বৃকোদরে!

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগর—রাজ-কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ ও দূত।

যা-দূ। শুন দেব! বীর, বৃকোদর,
দণ্ডীরাজে দেখি নিরাশ্রয় ব্যথিত
হইয়া চিতে দিয়াছে আশ্রয়!

প্রবল পদ্মার স্রোতে যথা
তৃণগণ ভেসে যায় নহি মানে কোন
বাধা,—তেমতি,
বীর বৃকোদর, ত্যজি বিপদের ভয়
দিয়াছে আশ্রয় সে অবন্তীরাজনে!

শ্রীকৃ। দূত! সত্য কিরে তব বাণী?

দূত। যদুমণি! অন্তর্য্যামি তুমি,
তবে কি কারণে করহ ছলনা
এই দীন বার্ত্তাবহ সনে?

শ্রীকৃ। রে দূত মদনে আনহ এখানে!

(দূতের প্রস্থান)

আরেরে পাণ্ডব, এত গর্ব্ব নাহি সাজে
তব, কার বলে এত গর্ব্ব, এত বীর-
ভাব কর প্রদর্শন;
রে ভীম, ভেবেছ
কি বীর নাই তব সম জগত-ভিতরে?
ভ্রান্তি, ভ্রান্তি মাত্র তব বিবেচনা—
ভেবনা তব ভয়ে যাদবগণ
রবে দ্বারকানগরে। রে বর্ব্বর!
কার বলে বার বার বিপদ হোতে
পাও পরিত্রাণ? ভেবেছ কি নিজ বলে?
নহে তাহা; বৃকোদর কার বলে এত
গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড
আজ দিব রসাতল, অনলে পতঙ্গ সম

হইতে নিধন, কে দিলরে উপদেশ তোরে ?
কে দিলরে হেন কুমন্ত্রণা ! প্রতিজ্ঞা আমার
আজি জ্বালাব সমর ভীষণ, পাণ্ডবগণ
করিব নিধন ! বন্ধু মোর ভীম—
না—না শত্রু সে আমার—নতুবা
বন্ধুসনে করিতে বিবাদ,—কেবা কবে
করিয়াছে সাধ ! ভয়ে মোর কুবের বরুণ
আদি যত দেবগণ—দিলনা আশ্রয়—
তুই কিনা ক্ষুদ্র নর হ'য়ে কোরেছ অবজ্ঞা
মোরে ? রণে ইন্দ্রপ্রস্থ দিব ছারেখারে।
কি আশ্চর্য্য ! নিষেধ করিনু আমি আশ্রয়
দানিতে, অবহেলে বাক্য মোর দিল সে
আশ্রয় ! আরেরে অর্জ্জুন ! এই কিরে
বন্ধুত্যার তিত্র প্রতিফল ?
ল'ব এর প্রতিশোধ——

(দূত সহ মদনের প্রবেশ)

মদন ! করহ ইন্দ্রপ্রস্থেতে
গমন,—বলিবে পাণ্ডবে যেন
অশ্বীসহ দণ্ডীরাজে প্রদান করে সে
মোরে। যদি নাহি করে দান—তাহ'লে
শুনহ মদন, যুদ্ধের কারণ
কুরু-দল বিনা মম আজ্ঞামতে ত্রিভুবন
করিবে নিমন্ত্রণ !

মদন। পিতা—পিতা—বুঝিতে নারিনু মন-ভাব
তব,—ত্রিভুবন হোল নিমন্ত্রণ, তবে কি কারণে,
কোন্ অপরাধে, কুরু-দল নাহি হোল নিমন্ত্রণ?

শ্রীকৃ। শুন বৎস্য! আজ্ঞা মম করহ
পালন! ত্রিভুবন যেন হয় নিমন্ত্রণ।

মদন। দূতবর—সাজাহ ত্বরিত রথ, যাব ইন্দ্রপ্রস্থে।
পিতা তব সনে করি বাদ, পাণ্ডব বংশ
হ'বে লয়,—চল দূত যাই ইন্দ্রপ্রস্থে।

দূত। বীর বৃকোদর করিয়াছে প্রতিজ্ঞা ভীষণ
করিবারে ঘোরতর রণ। যাই দেব!
আজ্ঞা তব করিতে পালন। (প্রস্থান)

মদন। পিতা, পাণ্ডব যে তব সখা,
সখার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবে কেমনে?
অল্প বুদ্ধি লঘুচেতা পাষণ্ড বর্ব্বর
ভীম, পারে করিবারে সমর সাধ, কিন্তু
পিতা! সাজে কি সাধ তব?

শ্রীকৃ। শুন বৎস্য! শত্রু সনে করিতে
সমর, কোন্ জন নাহি করে আকিঞ্চন?
সাধিল শত্রুর কার্য্য! বন্ধু হোত যদি,
তা'হলে নাহি করিত এহেন ঘৃণিত
বিচার? যাওরে কুমার করহ স্বকার্য্য
সাধন।

মদন। পিতঃ! নমে পুত্র তব পদে।

শ্রীকৃ। এস বৎস্য ! মন-বাঞ্ছা তব
হউগ পূরণ। (মদনের প্রস্থান)
ভাবি মনে,—চির কাল অনুগত
হোয়ে, কেমনে করিল বাসনা
যুঝিবারে মম সনে।—
(বলরামের প্রবেশ)

বল। একি আজ শুনিরে অনুজ !
ভীম নাকি দিয়াছে আশ্রয় সে
অবন্তীরাজনে? দেখরে অনুজ
ভাবি নিজ মনে !
পাণ্ডবগণ ভক্ত বটে, কিন্তু অন্তরে তা নহে।
জানি আমি ভাল রূপে পাণ্ডবগণে—
ধনঞ্জয় যবে যাদব পুরে কোরেছিল
আগমন—তখনি বলিছি তোমারে,
সতর্কিত ভাবে রাজ্য পালিবারে; কিন্তু
মম বাক্য অবহেলে পেয়েছ ত প্রতিফল তার। ভাবরে
সুভদ্রা হরণ! কি আর করিব বল, চক্রি তুমি !
সকলি তোমারি চক্র।

শ্রীকৃ। দাদা কেমনে জানিব বলনা
অন্তর সবার?—যা হোগ সে হোগ,
সাজ দাদা সমর তরঙ্গে, মাত সমর
কারণ, কর নিমন্ত্রণ যত দেবগণে !

বল। শুন চক্রপাণি! সকলি তোমার চক্র,
চক্র কিছু বুঝিতে নারিনু। ভক্ত তোর

পিতা মাতা, ভক্ত তোর প্রাণ, কহরে
অনুজ ! কেমনে সে ভক্তে তুই প্রহারিবি
বাণ ?

শ্রীকৃ। দাদা, ভক্ত কেবা মোর ? ভক্ত কি
প্রভুর হৃদয়ে দেয় গো বেদনা
কভু ? ভক্ত হোত যদি, তা'হলে
অবন্তীরাজনে করিতনা অভয় প্রদান।
মাতো সমর কারণ, যুদ্ধ সাজে করহ
সজ্জিত যত যাদব বীরগণে,
উত্তেজিত করহ সব যাদব সৈন্যগণে।
নিমন্ত্র কারণ যত দেবগণ আসিবে
করিবারে রণ ; যাও দাদা,
মাতাও হৃদয় সবার যুদ্ধের
কারণ !

বল। এত দিনে পাণ্ডব বংশ,
পড়িল রে কৃষ্ণ কোপানলে।
এসরে ভ্রাতৃদ্বয় মিলি করি যুদ্ধ
সাজে সৈন্য আয়োজন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।



চতুর্থ দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যমুনাপুলিন

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদু। দুর্দ্দান্ত কলির প্রভাবে জাতি-ধর্ম্ম
আর নাহি রয়। ছি ছি, অধর্ম্ম আচরণ
আর সহিতে না পারি ; হরিণ হরিণী
যেমতি বিনা দোষে ব্যাধ হস্তে ত্যজে প্রাণ,
তেমতি ক্ষত্রকুলাধম অধর্ম্মী নারকী দুর্য্যোধনের
কুট মন্ত্রণা কারণ পাণ্ডবেরা হয় বুঝি লয়।
যেমতি প্রাবৃটে আকুলিত মনে হতাশ প্রাণে
বিহঙ্গমকুল ভ্রমে স্থানে স্থানে, তেমতি
সৌবলেয়ের মন্ত্রণা-বলে পাণ্ডবেরা ভ্রমে
কভু, বনে কভু বা নির্জ্জনে। পাণ্ডবের দুঃখ-
ছবি আর হেরিতে না পারি ; অন্ধরাজ
ধাম্মিক সুজন, কিন্তু হায়! দুর্দ্দান্ত সন্তান
কারণ লোভিতেছে অক্ষয় অযশ।
লোকে পুত্র চায় খ্যাতি লোভিবারে, ত্রাণ
পেতে ভয়ঙ্কর নরকানল হ'তে, কিন্তু
মোর আর্য্য ভাগ্যে সবি বিপরিত।
ছিছি! পুনঃ বুঝি পাণ্ডবে নাশিতে জাতি-
ধর্ম্ম দিয়া জলাঞ্জলি দেয় যোগ যাদব সহিত!

যাই—পারি যদি বুঝাইবারে শান্তিদাতা
পাণ্ডব সখারে। (অগ্রসর হওন)

(সহসা আলোকিত হইয়া স্বরস্বতীর আবির্ভাব)

(চমকিয়া) একি ! একি ! কিহেরি ! কিহেরি !
অয়ি মাতঃ শ্বেতাঙ্গিনী বিদ্যাপ্রদায়িনী
নারায়ণা ! প্রণমামি ও রাঙ্গা চরণে।
জননী অভাগা সন্তান আমি,
কি জানিব মহিমা তোমার ! (প্রণাম)

স্বর। বৎস্য রে !
দোলাচিত্তে বৃথা কেন কর আরোহণ ?
বৃথা পরিশ্রম, বৃথা আকিঞ্চন,
নিয়তির গতি কভু নারিবে রোধিতে !
প্রভুর আদেশে দুষ্টা বেশে বসি যুধিষ্ঠিরের
রসনা মাঝারে যুদ্ধ আজ্ঞা করাব প্রচার ;
যাও বৎস্য ! আনন্দ মগনে
মায়াময় শ্রীহরির লীলা-খেলা
দেখাও জগতে !

(অন্তর্ধান !)

বিদু। নারায়ণী কোথায় লুকালি জননী !
বারেক অফুটন্ত আধ আধস্বরে
বৎস্য রবে কর সম্বোধন,—জুড়াক্ অনন্তজ্বালা।

(আলোকিত হইয়া কমলার আবির্ভাব)

সার্থক—সার্থক জীবন !
নয়ন ! প্রাণভরি কর দরশন ;

অয়ি মাতঃ হরিপ্রিয়া ইন্দিরা কমলা !
নমে দাস রাতুল চরণে।

(প্রণাম)

কৃষ্ণ। বৎস্য রে !
ত্যজশোক, পরিহর মন-ক্ষোভ !
পতির আজ্ঞায় কুরু—সভা মাঝে
হইয়া উদয় সুমন্ত্রণা দানিব তথায় !
রাজা দুর্য্যোধন জ্ঞাতি-ধর্ম্ম করিবে পালন।

(অন্তর্ধ্যান)

বিদু। জননী—জননী—

তৃতীয় অঙ্ক।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসভা।

যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব।

মদনের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

মদন। কোরনা করোনা রণ শ্রীকৃষ্ণের সনে,
ভালবাসা দেখাতেছ ভাল তব বন্ধু জনে।
যাঁর বলে তব বল—তাঁর সনে কিব'লে বল
দেখাতে যেতেছ বল, লজ্জা ভয় কি নাহি মনে

জগতের পতি যে জন—তাঁর সনে করে রণ—
হারাইতে ধন প্রাণ,—কেন হে বাসনা মনে।
বলি ওহে শুন শুন—করিতে যেওনা রণ,—
হারাইওনা নিজ প্রাণ—হেন কার্য্য অনুষ্ঠানে॥

যুধি। এস এস বৎস্য, আছত কুশলে,
কহ রে পিতার কুশল?

মদন। মহারাজ! জ্বালায়ে সমর ভীষণ,—
কেমনে জিজ্ঞাসহ কুশল বারতা?
ধর্ম্মরাজ! আর তব নাহি ক নিস্তার,
পিতার প্রবল অরি দণ্ডী কুলাঙ্গারে
দিয়াছ আশ্রয়! ভেবনা কখন পিতার
অরিরে আশ্রয় দানিলে—পারিবে সুখে
রাজ্য করিতে শাসন! পিতার আজ্ঞার
কারণ, অজি মম তব রাজ্যে আগমন!
ভাবি মনে, কোন্ প্রাণে, কেমনে দিয়াছ
আশ্রয় অবন্তীরাজনে; শুন আর্য্য, অশ্বী
সহ দণ্ডীরাজে করহ প্রদান মোরে—
যদি তহা নাহি পার,—তাহ'লে—শুন ধর্ম্মরাজ!
যুদ্ধের কারণ কর আয়োজন! ধর্ম্মরাজ
এই তব ধর্ম্মের প্রশ্রয়? কার কাছে
শিখেছিলে এহেন বিচার?
তুমিনা পিতার বন্ধু? কেমনে দিয়াছে
আশ্রয় শক্ররে পিতার?
ধর্ম্মরাজ! নীচ ধর্ম্ম রক্ষা করি—

কি কারণে কোন প্রাণে মোক্ষ-পদ
ধর্ম্ম নষ্ট করিলে হেলায়?

যুধি। শুন বৎস্য! কি আর বলিব বল,
শুনিল না বৃকোদর আমাদের কথা;
বীর বৃকোদরে হিতোপদেশ কত
দিলেন জননী মম, কিন্তু শুনিল না
তাঁর উপদেশ। দণ্ডী দণ্ডধরে নাহি
করিল বর্জ্জন!

মদন। আর্য্য! রাখ রাখ মধুমাখা মায়ার
বচন তব! ঐ মধুমাখা বাণী, শুনি
যদুপতি আকুলিত অতি! তব মধুমাখা
বাক্যের মায়ায়,—ভুলাতে নারিবে
আমায়! না চাহি শুনিতে আর মায়ার
বচন তব! অবন্তীরাজনে দিয়াছ আশ্রয়,
সে কারণে পাবে প্রতিফল!
ধর্ম্মরাজ! যাঁহার ভয়ে ত্রিভুবন লোক
করিলনা আশ্রয় দান, তাঁরে কেমনে
অবহেলে দণ্ডীরাজে দিয়াছ আশ্রয়?
যাঁহারে লভিবারে কত শত যোগিবর
কত শত যুগ করি আরাধন, লভে
শ্রীচরণ, তাঁরে কেমনে তুমি ভাবিলে
সামান্য জন? নাহি মনে বীর ধনঞ্জয়,
কেমনে কাহার প্রসাদে বীর নাম
করিলে অর্জ্জন, কাহার প্রসাদে

সুভদ্রা করিয়া হরণ, পাইলে সে বিপদে
পরিত্রাণ ? কেমনে পাইলে উদ্ধার
যবে দুর্যোধন, বহুশিষ্য সনে,
তব সর্ব্বনাশের কারণ দুর্ব্বাসারে পাঠাইলা সেই
বিজন বিপিনে ? কাহার প্রসাদে রাজ-
সুয় যজ্ঞে পেলে পরিত্রাণ, যবে দুষ্ট
দুর্য্যোধন তোমা নাশিবারে ইচ্ছা মতে
ভাণ্ডারের ধন কোরেছিল বিতরণ ?
কাহার প্রসাদে সেই যজ্ঞে ত্রিভুবন বাসী
নরপতিগণ নোমেছিল তব পদ তলে ?
ধর্ম্মরাজ ! ভেবেছ কি নিজ বাহুবলে ?
ভেবনা কখন !

যুধি। শুন বৎস্য ! বৃথা কেন কর
বাক্য বিন্যাসন ; অবোধ বৃকোদর
দণ্ডীরাজে ত্যজিবারে হয়নি সম্মত—
এ দুঃখ বারতা জানাইও
বিশ্বপিতা বিশ্বময় শ্রীহরি সদনে !
চিরভক্ত পাণ্ডবেরা অপরাধী তাঁর
শ্রীচরণে ! বোল তাঁরে তিনি যেন রোষ
ত্যজি পূর্ব্ব-সম ভাবেন চিরদাস পাণ্ডবেরে !

(ভীমের প্রবেশ)

মদন। আর্য্য ! পাবে প্রতিফল দণ্ডীর আশ্রয় কারণ !
পিতার আজ্ঞায় যুদ্ধের কারণ—
কুরুদল বিনা ত্রিভুবন হবে নিমন্ত্রণ !

আরে বৃকোদর, কি কারণে দিয়াছ
আশ্রয় অবন্তীরাজনে ? ভাবনিকি
মনে, আশ্রয় কারণে যাদবগণের
তিক্ষ্ণ শরস্রোতে, ইন্দ্রপ্রস্থ
যাবে ছারেখারে?

ভীম। রৌক্মিণেয় ! কি আমারে দেখাইছ ভয় ?
ভেবেছ কি মনে, নির্ভিক পাণ্ডবগণে দেখাইবে
ভয় তব বৃথা আস্ফালনে ? জানিরে যাদব
গণের বীর্য্যবল, বাহুবল যত, বীরত্ব জানিতে
তোদের বাকি কিছু নাহি মোর !
ভুলেছ কি মনে কি কারণে নিবাসহ
দ্বারকানগরে ? পুনঃ শুন আমার
সদনে ; পিতা তব যবে মগধঈশ্বর সনে
প্রবৃত্ত হোয়েছিল রণে, সেবে তার
ভুজ-যুগ-বলে হোয়ে পরাজয়,
আশ্রয়ের তরে পশে ছিল জলধি তলে।
সে কারণে মগধের ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া
তোরা আছিস্ দ্বারকাধামে॥
বলিস্ জনকে তোর, বৃকোদর শোণিত বিন্দু
থাকিতে জীবনে, দণ্ডী দণ্ডধরে
করিবেনা যাদব শ্রীকরে প্রদান !
দিবাকর হয় যদি পশ্চিমে উদয়—
শীতলতা পায় যদি দহনের শিখা,
পিপীলিকা তুলে যদি কৈলাস পর্ব্বত,

তথাপি বীর বৃকোদর আপন প্রতিজ্ঞা
কহিতে পালন করিবে যতন !

মদন। শুন বৃকোদর ! জানি ভাল মতে
যে কারণে পিতা মম গোপে ছিল
জলধি তলে। ভক্ত তাঁর পিতা মাতা,
ভক্ত তাঁর প্রাণ, বাড়াতে ভক্তেরই
মান কোরেছিলেন আশ্রয় গ্রহণ !
ভেবনাক মনে, ছার প্রাণের কারণে
আশ্রয় কোরেছিলেন গ্রহণ।
করিলে মনন, পারিতেন কত শত
জরাসন্ধ করিতে নিধন ! বৃকোদর,
সাজ তবে যুদ্ধের কারণ, কর সৈন্য
আয়োজন, থাকে যদি আত্মিয়জন,
যুদ্ধের কারণ কর নিমন্ত্রণ !
আশ্রয় কারণ তাঁদের করহ স্মরণ !
যাই আমি পিতার আজ্ঞা মতে
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, করিবারে
নিমন্ত্রণ। দেখি, প্রতিজ্ঞা
পালনে কতক্ষণ করহ যতন !

(প্রস্থান !)

ভীম। মন ! হোয়না চঞ্চল,
অবশ্য ফলিবে সুফল !

(প্রস্থান !)

(যুধিষ্ঠিরের নেত্র হইতে জল পতন)

নকুল। দাদা, বৃথা কেন করহ রোদন ?
যদুপতি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন যখন,
তখন নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালনে,
দেবগণ সহ আসিবেন করিবারে রণ।

যুধি। হায় হায়, কি হবে কি হবে !
কেমনে পা'ব পরিত্রাণ এহেন সঙ্কটে !

অর্জ্জুন। দাদা ! বীর নাম করিয়া অর্জ্জন
নারিব শিবির ভিতরে করিতে
মগন, যবে যাদবগণ আসিবেন
করিবারে রণ ?

যুধি। বিধির লিখন কভু হবেনা খণ্ডন,
অপরাধী কেশব চরণে, নাহিক উপায়
নিরুপায়, বলরে অর্জ্জুন, কেমনে বহিব
এহেন দুঃখের ভার, কেমনে এহেন সঙ্কটে
পাইব নিস্তার ?

সহদেব। দাদা ! ত্যজ শোক, কর যুদ্ধ আয়োজন
হোক ইন্দ্রপ্রস্থ প্রেতের ভবন,
ছার প্রাণের কারণ, ভীরুতার পদ করিয়া
হেলন, রক্ষিলে এ জীবন নাহি হবে
যশ উপার্জ্জন ! বরঞ্চ অযশ।
দাদা ! দেহ আজ্ঞা ভাতৃগণ মিলি
যাদব-সনে করিব ঘোরতর রণ।

নকুল। দাদা ! নিন্দ বৃথা বীর বৃকোদরে।
ধর্ম্মের কারণ, রক্ষিয়াছেন অবন্তীরাজনে,

তাহে নাহি কোন দোষ; দাও দাও যোগ
ভীমের সহিত, যুদ্ধের কারণ করি নিমন্ত্রণ
মোদের আত্মিয়জনে?

যুধি। ভাইরে অর্জ্জুন, সাজ তবে যুদ্ধসাজে,
দেহ আজ্ঞা বৃকোদরে আত্মিয়জনে
যুদ্ধের কারণ করিবারে নিমন্ত্রণ!
যাওরে নকুল, যাও তুমি কুরু-সভা মাঝে
সাহায্যের তরে; রাজনীতি ভাল জানে
দুর্য্যোধন, কর কুরুগণে সসৈন্যে বরণ!
সহদেব! যাও তুমি নকুলের
সাহায্য কারণ, ভ্রাতৃগণ, সৈন্য
সমাবেশ করহ এখন!
বাজাও সমর ভেরী বাজও এখন।

(সভাভঙ্গ)





চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য



হস্তিনানগর—কৌরব-সভা।

দুর্য্যোধন, দুঃসাশন, শকুনি, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণি, কৃপাচার্য্য
ইত্যাদি সভাসদগণ।

দুর্য্যো। গুরুদেব,
বহুদিন হোল গত পশি
নাই যুদ্ধসাজে সমর প্রাঙ্গণে!
ভাবিয়াছি মনে বীরগণ সনে
যাব শিকার কারণে!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, মন-বাঞ্ছা তব
হইবে পূরণ, সে বিষয়ে চিন্তা তব
হবেনা করিতে ; শিকার কারণ,
অথবা প্রজাগণে করিতে দমন, যখনি

যা করিবে আজ্ঞা, তথনি, ভীষ্ম
দ্রোণ কর্ণ কৃপাদি হইবে
নিযুক্ত ইচ্ছা তব করিতে পূরণ!
কিন্তু রেখ মনে, তব সভাসদগণ
অধর্ম্ম আচরণ সহিতে অক্ষম।

শকুনি। কি বাবা শিকার কোর্ত্তে যাবে? না কোন তীর্থ ভ্রমণ বাবা; দেখ যদি তীর্থ ভ্রমণ কর, তাহ'লে এইবেলা থেকে তোমার সব এইযে যাঁরা সাহায্য কোর্‌বেন, তাঁরা, এই যেন একটু, বুঝছ! একটু গায়ে জোর কোরেনেয়। যেন প্রভাস তীর্থের মত তীর্থ হয় না। আবার শুনচ্, পাণ্ডবের সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হোতে হয়না! পাছে আবার আকুল হও, তাই একটু মনে কোরে দিলাম।

দুঃসা। মাতুল, কি কারণে বার বার
তুল তুমি সেই কথা,
ভেবছ কি মনে কুরুদল সাহায্য
কারণে করিবে সদা পাণ্ডবের
তোষামোদ? বিধির লিখন হেতু
চিত্রসেন কোরেছিল পরাজয়
কুরুদল বীরগণে।

শকুনি। বাবা, আমি ত তাই বোলছি। যেন আর কোন রাজার কাছে পরাজয় মানতে না হয়।

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। আর্য্যগণ, চিরদাস মাদ্রী পুত্রদ্বয়
নমিতেছে তব পদতলে!

(উভয়ের প্রণাম করণ)

ভীষ্ম। কহরে নকুল, কি কারণে
ত্যজি ইন্দ্রপ্রস্থ আসিয়াছ হস্তিনানগরে ?
কররে কুশল বারতা প্রদান, পঞ্চভ্রাতা
সব আছত কুশলে ?

সহদেব। পিতামহ! তব আশীর্ব্বাদে
কুশল মঙ্গল বটে ; কিন্তু, অমঙ্গল
ঘটনা কারণে আজি আগমন হস্তিনাপুরে।

দ্রোণ। (আগ্রহভাবে) কহরে নকুল, কিবা অমঙ্গল
ঘটিয়াছে পাণ্ডব ভিতরে,
পাণ্ডবের অমঙ্গল, এও সম্ভবে—
থাকিতে দেব দামোদর, কেমনে
ঘটিল এ অমঙ্গল। (স্বগত) যাদের কত শত
কুটবুদ্ধে নারিল দুর্য্যোধন করিতে
নিধন, তাদের কোন জন নিক্ষেপিল
বিপদ মাঝারে ?

নকুল। গুরুদেব—গুরুদেব!
দানিলে সংবাদ কণ্টকিত
হবে তব কায়! রসনারে,——

(অধোবদন)

সহদেব। বিধি-বিড়ম্বনা হেতু
পাণ্ডব সখা দ্বারকাপতির সনে
দিপ্তমান হতেছে সমর—
তে কারণে সাহায্যের তরে—

(অধোবদন)

কৃপা। হায় হায়, কি শুনি কি শুনি,
হেন অশুভ বারতা পাব স্বপ্নেও
ভাবিনি,—ভাবি মনে কেমনে
পাইবে নিস্তার জগত বন্ধুর সনে
করিয়া সংগ্রাম ?

দ্রোণ। কহরে নকুল ! যুদ্ধের কারণ
যাদব-পতি কোন্ কোন্ জনে
করিয়াছেন নিমন্ত্রণ ?

নকুল। কুরুদল বিনা ত্রিভুবন করিয়াছেন
নিমন্ত্রণ যুদ্ধের কারণ।

অশ্ব। শুন পিতা, এও চক্রীর চক্র,
এ চক্র বুঝিতে নারিনু। যুদ্ধের
কারণ ত্রিভুবন হোল নিমন্ত্রণ,
তবে কি কারণে কুরুদল হ'ল
অনিমন্ত্রিত ?

শকুনি। দুর্য্যোধন, মাধবের সনে রণ,
কি আর কহিব, নিজ মনে
কর আন্দোলন !

দুর্য্যো। শুনরে নকুল, নাহি মম হেন
সৈন্য যাহা পারে যুঝিবারে
যাদব সনে ! যদি আমি তব
সাহায্যের তরে, করি
যুদ্ধেতে গমন, তা হলে

দেব হলধর সৈন্য সনে শত ভ্রাতা
করিবেন নিধন।

সহদেব। (স্বগত) জানি আমি দুর্য্যোধন, পাণ্ডবের
সর্ব্বনাশের কারণ, করিতেছে সদা
অন্বেষণ। (প্রকাশ্যে) শুন দুর্য্যোধন,
ক্ষত্র-ধর্ম্ম করিতে পালন আসিয়াছি
তোমার সদনে। মৃত্যুভয়ে ক্ষত্রকুলজাত
বীর রহে কভু শিবির ভিতরে? জানি
আমি, বিরত্ব তুমি কর প্রদর্শন তব পিতা
মাতা অবলা সরলার কাছে, কেমনে বলনা
যুঝিবে যাদবগণ সাথে।

শকু। দুর্য্যোধন, দেখ বাবা যেন ভেলকি টানে টেনে না নিয়ে যায় তোমায়; দেখ প্রাণ বড় ধন, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সবাই করে যতন, দেখ বাবা তুমি আমার কথা শুন, যুদ্ধ কোরতে যেওনা যেওনা—গেলে পরে বাবা আর ফিরবেনা।

কর্ণ। (স্বগত) হেরিয়া পাণ্ডবে ভ্রাতৃস্নেহ কেন মনে হয়,
স্নেহলতা কেন হৃদে হ'তেছে উদয়,
মাতৃলীলা, শৈশবের খেলা কেন মনে হয়?
একি! পুনঃ পুনঃ সুললিত তানে
কে যেন কহিছে কাণে দিতে যোগ পাণ্ডব সনে!
(জ্যোতির্ম্ময়ী কমলার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব)
একি বিভীষকা—প্রজ্জলিত ছবি—

(প্রকাশ্যে শকুনির প্রতি)
রে বর্ব্বর ! ভেবেছ কি মনে,
তব মতে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণাদি যত বীরগণ
ক্ষত্র-ধর্ম্ম দিবে বিসর্জ্জন ?
দুর্য্যোধন ! লহ প্রাণের কারণ যাদব স্মরণ—
কিন্তু রাখ মনে, আজি হতে কর্ণবীর নাহি
সভা মাঝে তব আসন করিবে গ্রহণ;
থাকি যদি তব সভা মাঝে, কহিবে
দেবতা নরে কর্ণবীর ছার প্রাণের কারণ
আশ্রিতেরে নাহি করিয়া রক্ষণ, নিজ দল
বল লয়ে দেছে যোগ যাদব সহিত।
এ প্রাণ থাকিতে কর্ণবীর নাহি বীর নামে
মাখিবে কলঙ্ক ! দুর্য্যোধন, আজি হ'তে
নহি আমি সখা তব, অস্ত্র বর্ম্ম মম আজ
সব দিনু বিসর্জ্জন। (ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ)।
(স্বগত) হা বিধাতঃ ! পাণ্ডব কুলে
লভিয়া জনম, নারি আত্ম বিবরণ
করিতে বর্ণন। (ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রকাশ্যে)
চলরে নকুল ! কর্ণবীর
যাবে তব সাথে যুদ্ধের কারণ ;
বীর কর্ণ দেখাবে আজ সমর স্থানে
ভৃগুরাম-গুরুদেব-বল ; চলরে নকুল
বিলম্বে কি ফল। শুন মহারথীগণ

কর্ণবীর আজ্ঞা তব করিছে যাচন ?

ভীষ্ম। ক্ষত্রকুলোদ্ভব বীর নাহি রবে
কুটবুদ্ধি দুর্য্যোধনের সভা-মাঝে ; চল চল
বীরগণ যাই মোরা কুরু-পক্ষ
ছাড়ি ধর্ম্মরাজের সাহায্য কারণ।

(সকলের প্রস্থানোদ্যগ)

দুর্য্যো। শুন বীরগণ! কেন মোরে করহ বর্জ্জন,
ক্ষম' মাগি তব শ্রীচরণে, দোষ
যদি হোয়ে থাকে মম। বীরগণ!
রোষ ত্যজি পূর্ব্বাসন করহ গ্রহণ।

(সকলের হস্ত ধরিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করাণ)

কর্ণ। বীরবর! ক্ষত্রকুলগ্লানি
শকুনির মুখ নাহি আর করিব দর্শন,
যুদ্ধ ভয়ে ভীত যেই জন, সে কি পারে কভু
ক্ষত্রকুল-সভা-মাঝে লভিতে আসন ?

সকলে। সাধু সাধু কর্ণবীর! সাধু! সাধু!

শকুনি। এ আবার কি হ'ল বাবা, কোরতে গেলাম রাজার হিত, শেষে হোল কিনা বিপরিত, দেখ বাবা তোমাদের কিছু দোষ নাই—সব আমার কপালের দোষ। (স্বগত) ভগবান্ কবে আমার মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হবে? হায় হায়, আমার শত ভ্রাতা ও পিতার শোকে হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। যদি দেখাবার হোতো ত খুলে দেখাতে পারতেম। হা হৃষিকেশ! কবে আমি দুর্য্যোধনের সহিত শত ভ্রাতা নিধন কোর্ব্বো। পাষণ্ড, আমার পিতাকে অনাহারে মৃত্যু

শয্যায় শায়িত কোরেছে,—আমার নিরেনব্বুই ভ্রাতা নাশ কোরেছ, তার প্রতিশোধ আমি কবে লব? আমার ক্ষমতা নাই যে যুদ্ধ করে নাশ কোর্ব্বো। কিন্তু পিতৃদত্ত অস্থিতেই সব নাশ কোর্‌বো; ছলে, বলে, যে প্রকারে পারি ধৃতরাষ্ট্রের বংশলোপ কোরবোই কোরবো; সেই জন্য পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়ে কুরুবংশে বাতিদিতে কাউকে রাখবো না; আমিও মোরবো তোমাদিগকেও মারবো, তবে আমার মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। হে শ্রীমধুসূদন! সে দিন আমার কবে দিবেন।

দ্রোণ। শুন দুর্য্যোধন, জ্ঞাতিত্বপালন
কবিবার তরে, অবশ্য সাজিতে
হইবে তোমায় সমর কারণ!

কর্ণ। রাজন, দেহ আজ্ঞা,
ধৈর্য্য নাহি মানে মন!

দুর্য্যো। বীরগণ! তব আজ্ঞা মতে
দুর্য্যোধন অবশ্য পাণ্ডব সাহায্যে
করিবে গমন।
নকুল! যাহ তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে যেতেছি
পিতৃ পাশে জানায়ে বারতা।

সহদেব। ক্ষত্রোচিত কার্য্য মহারাজ!

(নকুল ও সহদেবের প্রস্থান)

কৃপা। কুমার! চল যাই তব
পিতৃ পাশে জানাতে সংবাদ।

দুর্য্যো। বীরগণ, আজ্ঞা কিবা হয়

পিতৃ পাশে জানাতে সংবাদ?

ভীষ্ম। জানাতে বারতা কেবা দেয় বাধা?

শকুনি। তা এ কাজটা হচ্ছে ভাল, আর কাজ নাই সন্দেহে, এই বেলা কোরে ফেল।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—দুর্গ।

(মহারাজ যুধিষ্ঠির, দণ্ডীরাজ)

যুধি। দণ্ডীরাজ, রাখ রাখ মর্ম্মভেদিবাণী,
কাজ নাই আর শুনি, যায় প্রাণ
যায় যাবে তথাপি তোমারে নাহি
কহিব পুনঃ উর্ব্বশী প্রেরিতে।
ভাবি মনে, অর্জ্জুন নকুল ভীম
সহদেব গেল করিতে নিমন্ত্রণ
যত আত্মীয় জনে, কি কারণে নাহি
পুনঃ করিল আগমন?

দণ্ডী। মহারাজ, চিন্তা কর দূর;
হের দূরে, নকুল সনে তব সাহায্য

কারণে দ্রুপদরাজ পুত্রসনে
আসিছেন আপন সদনে।

(সসজ্জিত দ্রুপদ, নকুল, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

নকুল। আর্য্য, আজ্ঞা তব করিছি পালন,
কুরুগণ তব সহায্য কারণ
করিবেন আগমন। হের মহারাজ!
দ্রুপদরাজ পুত্র সনে আসিয়াছেন তব স্থানে।

(যুধিষ্টিরের দ্রুপদ রাজাকে প্রণাম করণ)

যুধি! মহারাজ!
ভাগ্য দোষে পড়িয়াছি
কৃষ্ণ কোপানলে, করুন আশ্বাস,
আশ্বাসিতে নাহি কেহ মোর।

দ্রুপদ। দীর্ঘজিবী হও মহারাজ;
ভাবি মনে এক মাত্র ত্রাণ কর্ত্তাসনে
করিয়া সংগ্রাম কেমনে পাবে পরিত্রাণ!

যুধি। নাহিক উপায়, নিরূপায়, কহত রাজন্
কেমনে বা পাইব নিস্তার কৃষ্ণ কোপনলে?

দ্রুপদ। মহারাজ, নাহিক উপায়;
বৃথা কেন হওশোকে নিমগন, নহে
এ শোকের সময়! যুদ্ধ সাজে দেহ আজ্ঞা
সৈন্যগণে, ভাবি মনে কি কারণে
কুরুগণ যুদ্ধের কারণ করিল না
আগমন?

ধৃষ্ট। ধর্ম্মরাজ! কি ভাবিছ মনে,
সমরে পরাজিব যত দেবগণে।

(দুর্গ মধ্য হইতে সসজ্জিত অর্জ্জুন, সহদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, শকুনি, দুর্য্যোধন, অশ্বথামা, কর্ণ, কৃপাচার্য্য ইত্যাদি বীরগণের প্রবেশ)

যুধি। গুরুদেব, প্রণমি শ্রীচরণে তব,
হায় কি আর কহিব, ভাগ্য
দোষে পড়িয়াছি কৃষ্ণ কোপানলে;
দেহ ভরসা মোরে অকূল পাথারে,
তোমাবই আমাদের কেবা আছে
করিতে আশ্বাস?

ভীষ্ম। ধর্ম্মরাজ! ভেবনা কথন
দেব দামোদর নিধন কারণ
জ্বালায়েছেন সমর ভীষণ?
প্রাণপণে দেবগণ সনে করিব সমর।
বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি, যদি দেবগণে
পরাজিতে নারি।

অশ্ব। মাতো সমর কারণ, ধনুর্ব্বাণ
করহ ধারণ, চল যাই মোরা
রণস্থলে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন।

শকুনি। না বাবা এ কাজটা ভাল হচ্ছে না, দেখ ধর্ম্মরাজ! কৃষ্ণ বাবা তোমাদের অগতির গতি, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধুটা কি ভাল হচ্ছে? তাই বোলছি কোথা সেই তোমার দণ্ডীরাজ, আর সেই কে তোমার উর্ব্বশী রূপসী, দাও বাবা ফিরে দাও, রূপসীতে কাজ নাই।

কর্ণ। আরে রে বর্ব্বর, বৃথা কেন
ভীরুতার পরিচয় করিছ প্রদান।
ক্ষত্রকুলে লোভেছ জনম, রণস্থলে করি
মহারণ দেহ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন।

শকুনি। কর্ত্তার বেশী রাগ, বাবা থামো থামো।

যুধি। সহদেব, দেখ ভাই
কি আছে ভবিষ্য লেখা রাশিচক্র
গণি।

(সহদেবের রাশিচক্র গণনা করণ)

সহ। দাদা, হবে মহারণ,
কিন্তু, দেব দামোদর বাড়াতে
মোদেরই মান জ্বালায়েছেন সমর ভীষণ!

ভীষ্ম। ভক্তাধীন নারায়ণ কেমনে করিবেন আপন
ভক্তগণে স্বহস্তে নিধন!

দ্রোণ। যুদ্ধরোষে কাঁপাও মেদিনী,
শুন শিষ্যগণ!
অস্ত্র শিক্ষা দাতা গুরু-বল
দেখাও রণস্থলে।

কর্ণ। রণে দেখাব প্রতাপ শিক্ষা দাতা
ভৃগুরাম-গুরুদেব-বল।

(দুর্গ মধ্য হইতে অস্ত্রাদি লইয়া সৈন্যগণ ও গদাহস্তে
ঘটোৎকচ এবং ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কুমার, রণে প্রকাশিও
আপন প্রভাব!

ঘটো। পিতা! রাক্ষসে রাক্ষসে যদি হয় রণ তাহালে
বটে যশ উপার্জ্জন, নহে সামান্ত
যাদব সনে করিয়া সংগ্রাম, বৃথা
কেন বীর নাম করিব কলঙ্কে শোভিত ?

অর্জ্জুন। বীরগণ,
এস সবে বিলম্ব না সহে!
যাব এবে যুদ্ধের কারণ ;—

ভিস্ম। স্বকার্য্য সাধন শ্রেয়ঃ—
(দণ্ডীরাজ ও ভীম ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

দণ্ডী। শুন বৃকোদর, তব সম বীর
নাহি হেরিয়াছি কভু, স্বপ্নেও
ভাবিনি কখন পাণ্ডব সনে
দেব যদুপতি করিবেন মহাস্ত্র
ধারণ, ভাবিনি কখন যুদ্ধের কারণ
দুর্য্যোধন তব সাহায্য কারণ
করিবেন আগমন!

ভীম। শুনহ রাজন, সকলি প্রভুরলীলা!
তানাহ'লে কুরুগণে কি কারণে
নাহি করিবেন নিমন্ত্রণ?
এস মহারাজ, বীরগণ রণ সাজে
করিয়াছেন যুদ্ধেতে গমন।
হের দূরে যাদবগণ
বীর গর্ব্বে হতেছে গর্ব্বিত।
এসহ রাজন, বিলম্ব

না সহে, যাদবগণের বীর গর্ব্ব
করিতে দমন ।

দণ্ডী । বৃকোদর, নাহিক অস্ত্রাদি মম,
—নিরস্ত্র এখন আমি ।

ভীম । সে বিষয়ে চিন্তা কিবা তব ?

(দুর্গ মধ্য হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া)

লহ মহারাজ ধনুর্ব্বাণ করিনু অর্পণ !
শত্রুসনে যুঝিব প্রাণপণে
যতক্ষণ রবে প্রাণ এজীবনে । এসহ রাজন
বিলম্ব না সহে !

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক ।



তৃতীয় দৃশ্য ।

পূজা-গৃহ ।

(কুন্তী, দ্রৌপদী, ভীম ও প্রস্তরময় কৃষ্ণমূর্ত্তী)

[একান্তে এক পার্শ্বে বসিয়া কুন্তী দেবীর কৃষ্ণমূর্ত্তি
পূজা করণ]

ভীম। (দ্রৌপদীর প্রতি)—

দেবী, বীরাঙ্গনা বামা হোয়ে,
কি কারণে যুদ্ধভয়ে
ভীত তুমি, পুনরায় বলি তোমা
শুন সুবদনি, বৃথা কেন যুদ্ধ কালে
করহ অমঙ্গল ধ্বনি, যত কাঁদনাক তুমি,
তব নয়ন বারি নারিব নিবারিতে আমি !
চন্দ্রাননে, জাননা কি বিক্রম আমার ?
বিরত্বের পরিচয় কি আর
কহিব তোমায়—

দ্রৌপদি। প্রাণেশ যুদ্ধকরি মাধবের
সনে কেমনে বা রক্ষাপাবে
এ জীবনে ? ভাবি মনে পাছে যদি মৃত্যু
গ্রাসে হও হে পতিত !

ভীম। কি কহ সুন্দরি !
কেবা কার ? মায়ার সংসারে
ভেবেছ কি প্রিয়ে ! কভু পারাপার ?
তা যদি ভাবিতে, তা যদি
বুঝিতে, তা'হলে হেন কথা
কভুনা কহিতে !

দ্রৌপদী। প্রাণেশ্বর—

ভীম। একি কৃষ্ণা, অন্তর তোমার ?—

মাতা মম ইষ্টদেবে পূজে,
তুমি কেন প্রাণেশ্বরে লভিবারে
করিছ অনুরোধ, নারিব রক্ষিতে
আমি! আর তিষ্ঠিতে না পারি।
বীরগণ যুদ্ধের কারণ
করিছেন অন্বেষণ মোরে।
প্রিয়তমে, মাতৃদত্ত তুলসী পত্র
দয়াময় পদতল হতে তুলি ল'য়ে
দেহ মম শিরে!

(প্রস্তরময় কৃষ্ণ পদতল হইতে তুলসী পত্র লইয়া দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমের মস্তকে প্রদান)

প্রিয়তমে, হাসি মুখে
দাও লো বিদায়!

দ্রৌপদী। প্রাণেশ্বর বড় দুঃখ রহে গেল
মনে, অন্য পতিগণ যুদ্ধকালে
নাহি দিল দরশন!

ভীম। চন্দ্রাননে, ঐ—ঐ—
যাই—যাই—তিষ্ঠিতে না পারি;
বিদায় এখন।

দ্রৌপদী। হায়, হায়, নারিলাম নিবারিতে—

(সজল নেত্রে প্রস্থান)

(কুন্তীদেবী কর্ত্তৃত তুলসী পত্র ও পুষ্প প্রস্তরময় কৃষ্ণ পদতলে প্রদান এবং প্রণিপাত করিয়া গীত)

গীত।

কুন্তী। তুমি জগতেরি পতি, অগতির (তুমি) গতি।
পোড়েছি বিষম জালে, রাখ এবে শান্তমতি॥
বল তুমি কোন প্রাণে, তোমারি রক্ষিত জনে,
রণেতে বধিবে প্রাণে,—তারা যে অবোধ অতি।
ত্রিজগত যাঁর করে,—তাঁর সনে রণ ক'রে,—
রক্ষকে যে নাহি ডরে, কেন রণ বাতুলেরি প্রতি॥
তব দরশন প্রয়াসী, অসি ত্যজে ধরি বাঁশী,
মোহন বেশে দেখাও আসি,—তব সে শান্ত মূরতি।
অবোধ সন্তানগণ,—করিতেছে বৃথা রণ,—
দেখা দাও দুঃখিনীর রতন,—প্রাণ আকুলিত অতি॥

(প্রস্তরময় কৃষ্ণ মূর্ত্তি হইতে মূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। পিতৃস্বসে! কিসের কারণ
আকুলিত চিতে যুদ্ধকালে মোরে
করিলে স্মরণ? দেহ মাতঃ পদধুলি
শিরে, বিলম্ব না সহে, যেতে
হবে রণমাঝে, জানত সকলি?
কি আর জানাব আমি!

কুন্তী। দয়াময়,
যদি তুমি রণ মাঝে তব
ভক্তগণে করহ নিধন, তা হ'লে
নীলমণি তব অমর যশ হবে

লোপ জানিহ নিশ্চয়। চক্রধারী!
এই কিরে ছিল তোর মনে? জেনেছি
বাসনা তব, পুত্রগণে করিয়া নিধন,
লভিবে উর্ব্বশী সুন্দরী?

কৃষ্ণ। মাতঃ! নাহি কোন দোষ মম।
ভাল মতে দূত দ্বারা জানালাম
পুত্রগণে তব, মাগিলাম সুতদ্বারা
অশ্বী সহ দণ্ডীরাজে, কিন্তু মাতঃ —
বৃকোদর যুদ্ধের কারণ করিল
যে আয়োজন? বীর গর্ব্বে হইয়া
গর্ব্বিত দিলনা সে দণ্ডীরাজে মোরে।
দিব তার প্রতি ফল, প্রতিজ্ঞা কারণ,
জ্বালায়েছি সমর ভীষণ, করিব পাণ্ডব
নিধন। পাণ্ডবেরা ভক্ত হোত যদি,
তা হ'লে শত্রুরে আমার নাহি
করিত আশ্রয় প্রদান?
ভ্রান্তি, ভ্রান্তি হেতু বার বার
পুত্রগণে তব করেছি রক্ষণ!
বার বার আপন জীবন করিয়াছি
কলঙ্কে শোভিত; কিন্তু মাতঃ আজি
নারিব প্রতিজ্ঞা মম করিতে লঙ্ঘন!
নারিব রক্ষিতে মাগো তব অনুরোধ!

কুন্তী। দয়াময় কর দয়া মম
প্রতি, যদি একান্তই তুমি
করিবে মম পুত্রেরে নিধন,
নিজ কার্য্য করিবে সাধন,
তা হ'লে অন্তিমে মম
মন-বাঞ্ছা করহ পূরণ।—
রণ সাজে সজ্জিত তুমি, অবিলম্বে
ছেদ মম শির, পুত্রশোক নারিব
সহিবারে আমি।
কৃষ্ণ রে তা যদি না পার, তাহ'লে
কাঙ্গালিনী পঞ্চ পুত্র ভিক্ষা মাগে
তব পাশে, কর তুমি
ইচ্ছ যাহা নিজমনে! (পদ প্রান্তে)
পঞ্চ পুত্র ভিক্ষা মাগি আজি,
পূরাও কাঙ্গালিনীর আশা, দয়াময় আর
হোওনা নিদয়।

শ্রীকৃষ্ণ। নহি আমি মানের ভিখারী কভু,
পূজ ইষ্ট দেবে
মনরথ হইবে পূরণ!
বিদায়—বিলম্ব না সহে। প্রস্থান।

কুন্তী। প্রাণিপাত করি তব পায়,
তোমারি কৃপায় বার বার
পাই ত্রাণ বিপদ হইতে, অগতির
ত্রাণ কর্ত্তা তুমি!
(বার বার প্রাণিপাত এবং পূর্ব্ববৎ ইষ্টদেব পূজায়
নিযুক্তা হওন)

চতুর্থ অঙ্ক।

——ঃ০ঃ——

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তর

(পাগলিনী বেশে উর্ব্বশী)

উর্ব্বশী। ধীরে—ধীরে—চল পতি হারা
কাঙ্গালিনী, পাবে কি পুনঃ তাঁরে ?
পরে—পরে, চল চল ধীরে
ইচ্ছা হয় যদি লভিবারে ;—
কারে—কারে লভিবারে ? যে প্রাণ, ভয়ে
দেছে বিসর্জ্জন ! তারে ? না—না
এ জীবনে নয়। আমি—আমি কে—
কোথায় যাচ্ছি—আমি কোথা—
আমিই কি সেই উর্ব্বশী সুন্দরী !
না—না—তুমি পতিহারা উন্মাদিনী।
পতি—পতি—কে আমার ?
প্রণয়ের তরে জীবন সঁপিছিনু
তাঁরে, সেত নহে পতি মোর, হা—হা—হা
পতি—পতি মম। আমি—আমি
উন্মাদিনী,—কেন ? প্রেম ভিখারিণী
তাই উন্মাদিনী ? প্রেম—প্রেম এ
জগতের নয়—প্রেম কভু নাহি জানি।
জানি—জানি—বেশ ভালরূপ

জানি ; প্রেমেরি লাগিয়ে ভ্রমিতেছি
ধরামাঝে,—প্রেমেরি লাগিয়ে
করিয়াছি শাপ উপার্জ্জন ! প্রেম—
প্রেম এ জগতের নয় ; হ'ত যদি,
তাহ'লে হেন দশা হ'তনা আমার !
ভালবেসে মানবগণ, হারাতনা
আপন জীবন ;—প্রেম—প্রেমিকই জানে।
আমি কি মায়াবিনী ! মায়াবিনী
বটে, আমার মায়ায় দণ্ডীরাজ হারায়েছে
আপন জায়ায়, ধন মান রাজ্য দেছে
বিসর্জ্জন আমার কারণ !
এইত প্রেমের সুখ ;
ভালবেসে শেষে রণ ভয়ে হারা'ল
আপন জীবন।
চল-ধীরে-ধীরে প্রাণ ত্যজিবারে। প্রাণ ত্যাগ
কি কারণে ? অমূল্য জীবন করিব
রক্ষণ। না—না—যাব ধীরে ধীরে—
অভাগিনী—এজনমে সুখ নাহি হল।
দুঃখে দুঃখে দিন বয়ে গেল।
ধীরে—ধীরে ধীরে চ'লি গেল। যাক্
আমিও যাব ধীরে ! শাপ—শাপ
কিবা মোর—কি কারণে ভ্রমি স্থানে
স্থানে ; ভ্রমে ভ্রমিছি করিব ভ্রমণ

শাপের কারণ। শাপ, কিসের শাপ?
জেনেছি রত্ন চক্ষু ফুটেছে
আমার,—পাপের কারণ লভিয়াছি
দুর্ব্বাসার অভিশাপ! এও প্রেমের
কারণ—প্রেমের কারণ মানবগণ
অকালে হারায় জীবন! কবে হবে
শাপ বিমোচন—হবে—চল ধীরে
ধীরে! প্রেম ভিখারিণী মনমত
প্রেম তোর হোলনা ধরায়! আহা
প্রেমের কারণ দিছি শাপ বীর
ধনঞ্জয়ে। ওহো বৎস্য মোরে
মাতৃসম নমেছিল পদে—
আমি প্রেমের কারণ দিছি তারে অভিশাপ!
চল ধীরে ধীরে। (অগ্রসর)

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। কে মা তুমি অনাথিনী আলু থালু বেশে
ভ্রম একাকিনী?

উর্ব্বশী। আমি—আমি উন্মাদিনী—
পতি হারা কাঙ্গালিনী—ভ্রমি পতি
আশে—বল মাগো কেবা তুমি
মম সম অভাগিনী?

বৃদ্ধা। আমিও মা উন্মাদিনী, ভ্রমি
পতি আশে,—পতি করেনা
গ্রহণ কিন্তু মোরে ভালবেসে।

উর্ব্বশী । বল মাগো কেবা পতি তোর ?

বৃদ্ধা । পতি মোর সদাই উন্মাদ—
আমি তাই উন্মাদিনী ।

উর্ব্বশী । মাগো পাব কি সেই পতিরে
আমার ?—দেহ গো ভরসা মোরে,
হ'য়েছি ভরসা হীন !

বৃদ্ধা । পাবে—ধীরে ধীরে, এস
মম সনে—পাবে বহুদূরে—
আছে বিলম্ব অনেক ! মাগো পতি
তোর দণ্ডীরাজ আছেন কুশলে
পাণ্ডব আলয়ে ! হবে মহারণ ।
তোমা হেতু শ্রীকৃষ্ণের সনে ;
গোবিন্দের অনুরোধে হবে অষ্ট
বজ্রের মিলন, তাহে হবে তোর
শাপ বিমোচন ; এস ধীরে ধীরে
মম সনে !

(প্রস্থান)

উর্ব্বশী । দূরে—দূরতর স্থানে যমুনাপুলিনে
হবে মহারণ, তাহে
হবে তোর শাপ বিমোচন, কে !
নহে ও সামান্যা রমণী—ধীরে
ধীরে, যাব দূরে—বহু—দূরে !

(প্রস্থান)

উর্ব্বশী। (নেপথ্যে) কালি—কালি—মাগো কর
দয়া অবলা সরলা প্রতি !

কালি। (নেপথ্যে) দূরে—দূরে—এস সাথে
বহু দূরে হবে যেতে, দূরে—
বহু দূরে—মহা রণস্থলে।

চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

(অর্জ্জুন শায়িত)

অর্জ্জুন। বীর চুড়ামণি ফাল্গুনিরে—
কি কারণে লোটে আজ শির
তব ভূমিতলে—উঃ—অসহ্য—
অসহ্য যন্ত্রণা—সহিতে না পারি।
উঃ—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।
কার্ত্তিকেয় ! ধন্য—ধন্য তুমি—ধন্য
তব অস্ত্রশিক্ষা।—তব শরে সব্যসাচী
আজি লোটে ধরাতলে। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব
তব অস্ত্রশিক্ষা, অপূর্ব্ব রণ-কৌশল তব।
দয়াময় ! এই কি ছিল তব মনে ?

এই কি কারণে বীর নাম দেছিলে মোরে !
অন্তিম—অন্তিম সময় মম—
গোলকবিহারী হরি——অন্তিম
সময়ে দেহ দরশন মোরে—
দেহ শ্রীচরণ শিরে ;
আর না—আর অস্ত্রাঘাত
সহিতে না পারি। উঃ প্রাণ যায়—
গেল ; অর্জ্জুন—অর্জ্জুন—
কোথা তোর অস্ত্রশিক্ষা—কোথা
তোর রণ বিদ্যা। হায় ! কত শতরণে—
কত শত বীর—মম শরে
লুটায়েছে ধরাতলে—আজ কি না
সেই—বীভৎস্থ লুটে রণস্থলে !
—নারায়ণ এলজ্জা মোর কর নিবারণ !
(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তি। আরে শচীকান্ত !
দেব দলত্যজিবার পেয়েছত প্রতিফল ?
জাননা কি মনে কাহার কৃপায়
বার বার পাও পুনঃ ত্রিদিব রাজ্য ?
কাহার কৃপায় ভোগ তুমি স্বর্গ সুখ ?

অর্জ্জু। বীরবর ! নহি আমি শচীকান্ত—
ভীমের অনুজ—শ্রীহরির সখা—নাম মোর ধনঞ্জয় !
ভাগ্য দোষে আজি তব শরে—

কার্ত্তি। (লজ্জিত ভাবে) বীরবর ! যদি তুমি ধনঞ্জয়,

দেহ তবে তব অন্য নামের পরিচয়।

অর্জ্জু। শক্তিধর! হৃদি মাঝে হানিয়াছ তীক্ষ্ণ শর—
তাহে অসহ্য যন্ত্রণা—বাক্য নাহি স্ফুরে;—
কার্ত্তিকেয়—শুন মম নামের পরিচয়!
নক্ষত্রানুসারে—অর্জ্জুন, ফাল্গুণি নাম
দেছেন জননী আমারে, নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি
হেরি মম কায়, সানন্দে কৃষ্ণ নাম দেছেন
জনক আমায়—রণমাঝে নাহি মানি পরাজয়—
তেকারণে হোয়েছে বিজয়—খাণ্ডব দহিয়ে
ইন্দ্রস্থানে লোভিয়াছি বিষ্ণুনাম—সমরে—কুবেরে
করি পরাজয়—লোভিয়াছি নাম ধনঞ্জয়! আর কহিতে
না পারি—উঃ—দারুণ যন্ত্রণা-আরত সহেনা—
বীরবর অন্য নাম কহিব সংক্ষেপে—বীভৎসু—শ্বেতবাহন
কিরিটী আর জিষ্ণু নাম কোরেছি অর্জ্জন।
(কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বক্ষে শর নিক্ষেপ)
শক্তিধর হেন শিক্ষা লোভেছিলে কোথা?
তীব্র শরে যায় মম প্রাণ, তাহে
পুনঃ অস্ত্র কেন করিছ সন্ধান?

কার্ত্তি। (বিদ্রূপ সহকারে) ধনঞ্জয়! রণ মাঝে নাহি মান
পরাজয়, তেকারণে তুমিহে বিজয়!
আজি মম অস্ত্র বলে পরাজয়।
(বিদ্রূপ সহকারে কার্ত্তিকের শর নিক্ষেপ)

অর্জ্জু। উঃ—প্রাণ যায়—আর সহেনা;
(উঠিবার চেষ্টা ও ভুমে পতন)

হায়! বিন্দু মাত্র শক্তি নাহি কায়—
(স্ববলে উঠিয়া) কার্ত্তিকেয়! ভাবিয়াছ মনে
নিরস্ত্র সময়ে পরাজিবে মোরে?
নাহি তাহে যশ, বরঞ্চ অযশ!
ধনঞ্জয় বিন্দু মাত্র শক্তি থাকিতে জীবনে
কভূ পরাজয় নাহি করয়ে স্বিকার।

কার্ত্তি। বীরবর! এখনও রণ সাধ নাহি হল অবসান?
পুনঃ রণ কর আকিঞ্চন? কার্ত্তিকেয় নিপতিত জন
সহ নাহি যুঝে পুনঃ পুনঃ!

অর্জ্জু। রে বর্ব্বর! আস্ফালনে নাহি প্রয়োজন,
ধর অস্ত্র! যুঝি পুনঃ।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান এবং কার্ত্তিকের পুনঃ প্রবেশ)

কার্ত্তি। বাধিল—বাধিল তুমুল সংগ্রাম—
নির্জ্জীব—নিস্তেজ প্রায় পাণ্ডবের দল—
যাই শত্রু সৈন্য বধিবার এইত সময়!

(বেগে প্রস্থান)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃ। ধরিয়াছি মানব জীবন
ধরার রোদন কারণ; না করিলে
মমতা বর্জ্জন, নারিব ভারতে
ধর্ম্ম রাজ্য করিতে স্থাপন (দূরে দৃষ্টি করিয়া) হায়!
পার্থ বীর কর্ত্তিকের কালশরে
মুর্চ্ছাগত প্রায়;—পাণ্ডবকুল

হয় বুঝি লয়।—শিব-শরে ভীষ্ম
বীর ত্যজে বুঝি প্রাণ, দ্রোণ বুঝি
হারায় জীবন,—দেবগণ প্রাণপণে
করিতেছেন রণ—হায় হায়!
অভিমন্যু বীর লুটাল ধরায়,—ছি ছি!
ভকতের অপমান হেরিতে না পারি আর।
ভকতের অস্ত্রাঘাত শেল সম
বাজিছে হৃদয়ে,—পাণ্ডবেরা চির-ভক্ত
মোর,-করিয়াছে ক্ষত্র কার্য্য, প্রকাশিছে
ক্ষত্র ধর্ম্ম, তাহে কেন রোষ করি প্রদর্শন?
হায়! সকলে অস্থির—কেহ নহে স্থির।
মর্ম্মভেদী দৃশ্য আর হেরিবারে নারি!
নহিরে মানের ভিকারী।—নিজ কুলে
করিব কলঙ্ক অর্পণ, দেব-বল করিব হরণ,
নহে ধর্ম্মাচার নাহি রবে আর

(দারুণোদ্বেগে প্রস্থান)

(কার্ত্তিকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রবেশ)

কার্ত্তি। যাও যাওরে কুমার,
প্রাণ লয়ে কর পলায়ন, নহে
স্মর তব পিতার দুর্দ্দশা!

অভি। সত্য বটে পিতা মম লুটে ধরাতলে,
কিন্তু, বীরপুত্র অভিমন্যু রথী প্রকাশিবে
আপন বিক্রম, তাহে মরি কিম্বা মারি!

ধর অস্ত্র, বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন ! (শরনিক্ষেপ)

কার্ত্তি। হের রে বর্ব্বর ! অর্দ্ধপথে করি খান খান ;
থাকে অন্য অস্ত্র করহ সন্ধান !
(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)
(কার্ত্তিকের স্ববলে শক্তি বাণ নিক্ষেপ ও আলোকিত
হইয়া শূন্যে মিলন)

অভি। কার্ত্তিকেয়—আর তব নাহিক নিস্তার—
এ সময়ে প্রিয়তমা দেবসেনা করহ স্মরণ,
নহে কল্পনার হবেনা সময়।
(শরনিক্ষেপ ও কার্ত্তিকের মূর্চ্ছা)
যে শরে লুটায়েছ পিতারে আমার, সেইশরে
লুটাইনু তোমা—নিরস্ত্র এখন তুমি !
অভিমন্যুরথী নিরস্ত্র জনেরে অস্ত্র নাহি করে সন্ধান।
(প্রস্থান)

কার্ত্তি। হায়—শক্তি মম কে হরিল—শক্তি—
জীবনদায়িনী শক্তি মোর—মাতঃ আদ্যাশক্তি !
শক্তি মোর করহ প্রদান।
(আলোকিত হওন)
উদ্যাপন—উদ্যাপনে যত কিছু হয় উপার্জ্জন—
কার্ত্তিকেয় বৃথা নাম ধরি যদি অর্জ্জুনির মুণ্ড লয়ে
গেণ্ডু খেলা খেলাইতে নারি।
(ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শিবের প্রবেশ)

শিব। শান্তনুনন্দন ! বৃথা আকিঞ্চন
জিনিবারে রণ ; যাহার প্রভাবে

দুর্দ্দন্ত অসুরগণ নত শিরে মানে পরাজয়,
কেমনে, কোন প্রাণে, ইচ্ছ লভিবারে
জয় তার সনে রণে?

ভীষ্ম। শম্ভু! সত্য বটে দুর্দ্দন্ত অসুরগণ
নত শির তব শরে, কিন্তু হে কপর্দ্দি!
রণে হয় জয় পরাজয়;—ভাগ্যদেবী
সুপ্রসন্ন নহে আজি তব প্রতি!—হরি গুণ গানে
ভ্রম শ্মশানে শ্মশানে, বিজন বিপিনে,—
কি কারণে হেরি তোমা সমর প্রাঙ্গণে? রুদ্রপতি,
জয় আশা পরিহরি যাও চলি
প্রিয়তমা উমার সদনে!

শিব। আরে—বীরগর্ব্ব বাড়িয়াছে তোর?
রক্ষ এবে আপন পরাণ!

(শূল সন্ধান এবং হস্তে অচল হওন)

একি মায়াময়ি! কার মায়া?——

ভীষ্ম। ভবদেব! নিরস্ত্র সময়ে
ভীষ্ম বীর অস্ত্র নাহি করয়ে সন্ধান!

(প্রস্থান)

শিব। ভাল, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে নির্ব্বাপিত
হইবে সমর;—

(দুঃখে প্রস্থান)

(বলরামের প্রবেশ)

বল কি হেরি কি হেরি! কার বলে হোয়ে
বলিয়ান পাণ্ডবেরা যুঝে প্রাণপণে?

ভাল, আশা না মিটিবে, দেখি
তবু কে রাখে পাণ্ডবে ;—

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। পাষণ—পাষণ পরাণে ভয়
কোথা পাবে স্থান ?—

বল। আরেরে বর্ব্বর! ফুরাইল নরলীলা
তোর! (মুশল সন্ধান ও ব্যর্থ হওন)
ভাল, ধনুর্ব্বাণে আশালতা হইবে সফল!

(প্রস্থানোদ্যগ)

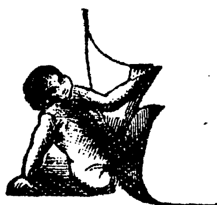
ভীম। বলদেব! কি কারণে ক্ষত্র-ধর্ম্ম
দিয়া বিসর্জ্জন প্রাণলয়ে কর পলায়ন ?

(আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ ও বলরামের পতন)

যথা শাস্তি হয়েছে তোমার!

(প্রস্থান

বল। উঃ—বড় আঘাত বাজিল মরমে!—



পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

কৈলাস ধাম।

দুর্গা, কার্ত্তিক।

দুর্গা। কুমার! মম পুত্র হ'য়ে রণে করিয়াছ
হীনতা প্রকাশ?
কেরে—কে হরিল মহা শক্তি তোর?
কে বলিল রণে শক্তি বলে নাহি হবে জয়?
বল্—বল্‌রে তারে শক্তি বলে করিব নিধন।
কহ বৎস্য, পিতা তব কেমনে বা প্রকাশিল
তাঁহার বিক্রম?

কার্ত্তিক। মাতঃ, লাজে নাহি পারি দেখাইতে মুখ!
বাক্য নাহি স্ফুরে প্রকাশিতে সে বিষম
বারতা; শুন গো জননি! পাণ্ডবগণ
অক্ষয় যশ করিয়াছে এ রণে অর্জ্জন,
বধিয়াছে শত শত দেব সৈন্য-গণে,
রণে করিয়াছে পরাজয় যত দেবগণে,
নারিয়াছে কেহ বধিতে পাণ্ডবে।
মাগো, শন্তানুনন্দনের বাণে পিতা মম পরাজয়

করেছেন স্বীকার ; যত দেবগণ হারায়াছেন জ্ঞান,
হারায়েছেন মূল অস্ত্র পাণ্ডবের অস্ত্র শিক্ষা বলে।

দুর্গা। কুমার—কুমার বড় ব্যাথা বাজিল হৃদয়ে,
পতি পুত্র পরাজয় ক'রেছ স্বীকার রণে!
পাণ্ডবগণ ধরে দেহে এত বল!
পারে কি দেববল করিতে হরণ?
না—না কভু না সম্ভবে ; নিশ্চয় চক্রীর চক্র।
যাওরে কুমার, যাও রণ সাজে পুনঃ রণমাঝে;
নিজবলে পারিবে পাণ্ডবে করিতে নিধন,
যাব আমি পশ্চাতে তোমার।

কার্ত্তিক। মাতঃ মন সাধ যেন হয়গো পুরণ,
পারি যেন লভিবারে জয় পুনঃ রণে;
দেহ শ্রীচরণ, করি আমি রণেতে গমন।

(পদধুলি লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বলরাম)

ব্রহ্মা। হায়! জগৎবন্ধুর সাহায্যে আসিয়া,
পরাজয় স্বীকারিয়া, যাব মোরা লোক হাঁসাইয়া?

ছি ছি! হেন অপমান কল্পনার দূর দৃশ্যে
কভু হয়নি পতিত।

বলরাম। অমর—অমর এ দেবদল
রণে নাহি হারাবে জীবন;
গত রণে সযতনে করি নাই অস্ত্র সঞ্চালন,
তেকারণ গেল জ্ঞান, গেল মান,
রহিল পরাণ;
নহিলে না হ'ত কভু হেন অপমান,
যাদব কুল কভু নাহি হারা'ত সন্মান।

বরুণ। পাণ্ডবের আর কভু নাহিক নিস্তার।
নারায়ণ! স্থদর্শন ধরিয়াছ কিসের কারণ?
শূলপাণি! নাহি জানি মহিমা তোমার।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসানলে
জ্বলে মন, জ্বলে প্রাণ অনিবার;
প্রতি হিংসা, প্রতি হিংসানল করিব নির্ব্বাণ;—
অনিবার্য্য শোক নিবারিতে নারি;—
হে পাশি! হেরি পাণ্ডবের অমিয় বিক্রম,
গর্ব্ব খর্ব্ব হইল সবার।
মিছা অহঙ্কার, নারিবে সে গর্ব্ব
কভু করিতে দমন।

(প্রস্থান)

বিষ্ণু। (স্বগত) মন! অনিত্য সংসার! কেবা কার?
মায়ার ভাণ্ডার,—আসা যাওয়া

সকলি অসার। আসিয়াছি দু'দিনের তরে,
যাব চ'লে দিন কতক পরে ;
তবে রহিল কি আর ?
আঙ্গার—যে অঙ্গার
স্পর্শ করি দারা-সুত-পরিবার
যাবে চ'লে আপন ভবনে।
ভাব মন, সেবে তুমি কার ?
রবে প'ড়ে ভস্মাকারে ভীষণ প্রান্তরে ;
নহে শৃগাল, কুকুর রক্ত মাংস
করিবে ভক্ষণ।
এসেছি একলা—যাইব একলা,
সঙ্গে কেহ নাহি যাবে।
কুযশ, সুযশ রবে মেদিনীমণ্ডলে !
পঞ্চ ভূত পঞ্চদিকে মিশাইবে ;
কেহ নাহি রোধিতে নারিবে;
ফুরাইবে নর-লীলা,
এ মহা সংসারের খেলা।
লোভিয়াছি ধরায় জনম, ধরা-ভার হরণ
কারণ; কিন্তু হায় ! থাকিয়া সংসারে
বংশ বৃদ্ধি হতেছে সদাই।
ভাবিতেছি তাই, বহু—
বহু কাল হ'তে ; ভাবিয়া না কুল পাই !
নিজ কুল হইবে নির্ম্মূল—
যাবে সব আপন আগারে,

কিন্তু রবে কুলের গৌরব,
তেকারণ যাদব কুলে
করিলাম কলঙ্ক রোপণ।

(গীত গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

গীত।

নারদ। গাও গাও বীণা গাওরে।
হরি গুণ গানে মাতাও রে ॥
বীণারে, হরি গুণ গাও অনিবার।
হরি নাম বিনা সকলি অসার ॥
বীণারে, মন সাধে বাজ-বাজ-রে।
সুধার হরি নাম কভু ভুলনারে ॥

বিষ্ণু। নারদ! বুঝেছি সকল, নাহি কর ছল,
মনরথ নাহি হইবে বিফল।

(কার্ত্তিকের পুনঃ প্রবেশ)

কার্ত্তিক। অত্যাচার—অত্যাচার সহিতে না
পারি আর; পাণ্ডবেরা লভি জয়,
তৃণ জ্ঞান করিছে দেবেরে,
বর্ব্বর! এবে রণে, রণজয় কভু না সম্ভবে।

(প্রস্থানোদ্যগ)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। পাষাণ—পাষাণ হৃদয়ে কেন হয়
ভয়ের সঞ্চার! একি!

কেবা আসে ভীষণ মুরতী বেশে !
ভীষণ—ভীষণ মুরতী !
ভস্ম বুঝি হই, কোথা যাই—
কিশে ত্রাণ পাই !

(ইতস্ততঃ করণ)

কার্ত্তিক। আরেরে বর্ব্বর ! পলায়ে না পাবে
পরিত্রাণ,—ধর অস্ত্র, প্রতি সিংহানল
করিব নির্ব্বাণ।

ভীম। ভীষণ—ভীষণ আকারে—

(রণ রঙ্গে দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা। আরেরে পাণ্ডব ! আর তব
নাহিক নিস্তার। সুদর্শন ক'রেছ
হরণ—জিনিয়াছ রণ !
কিন্তু দেখি, কে রাখে তোদের ;
বড় ব্যথা-বেজেছে মরমে, তে কারণে
আসিয়াছি সমর প্রাঙ্গণে।

নেপথ্যে। মা—দনুজদলনী, অসুর নাশিনী ;—

দুর্গা। কেরে—কে ডাকিলি হেন অসময় !
সাহসেতে বেঁধেছি হৃদয়
সয়ম্ভুর সৃষ্টি দিতে লয় ;
দেখি ! কে রাখে পাণ্ডবে।

(অসি নিষ্কোষিত)

(শূন্যে উর্ব্বশীর আবির্ভাব)

উর্ব্বশী। শূন্যে—শূন্য মনে—ত্রাণ কর্ত্তা গণ!
শূন্য আলম্বনে বিদায়—বিদায় এখন।

(জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে উদ্ধার)

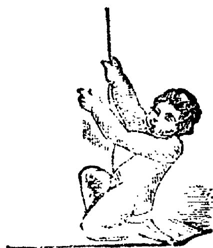
(দণ্ডীরাজের প্রবেশ)

দণ্ডী। ঐ—ঐ—সে প্রাণের প্রতিমা—
ঐ যায় —স্বর্গপথ উছলিয়া
বৈজয়ন্ত ধামে।

বিষ্ণু। হের মা তারিণী, পতিত পাবনী,
পাপ হারিণী, দীন জন জননী, হের
ধায় বামা মুণি শাপে মুক্ত হ'য়ে
মুক্তি আগমনে! হের পাশি, হের
হে মুষলি, হের দণ্ডধর, বজ্রধর,
শিব শম্ভু শঙ্কর, হের সখীসনে
মিলিল সুন্দরী!
ঘুচিল সংশয়,
টুটিল রণ রঙ্গ ভয়!

নারদ। নমস্তে নারায়ণ অখিল কারণ,
ব্রহ্ম সনাতন, রাবণ নাশন, নমস্তে—
নমস্তে বামন! নমঃ কৃষ্ণ রূপ,
গোকুল বিহার, বুদ্ধ অবতার,
কল্কি রূপ, বিশ্ব ভূপ,
আদি, মধ্য, অনাদি, অনন্ত,
নমস্তে নমস্তে সচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ!

নমঃ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,
শাঙ্ক ধনুধারী, পীত বাস
পরিধান, রাজীবলোচন,
বনমালা বিভুষিত, গরুড় বাহন,
মহিনী রূপ, অসুর নাশন,
স্বকুল বিনাশন, হরি অবতার,
গজেন্দ্র মোক্ষণ, ম্লেচ্ছ বিনাশন—
নমস্তে—নমস্তে মুরারী !!





ক্রোড় অঙ্ক।



স্বর্গরাজ্য—নাট্যশালা।

অপ্সরীগণ।

বিষ্ণু। (দণ্ডীরাজের প্রতি) নেহার—নেহার রাজন!
প্রান ভরি হের সেই উর্ব্বশী সুন্দরী;
হের মতিমান, শূন্যে তার
কায়,—আর তোমা
নাহি চায়। নহে আর প্রেম
শোকাতুরা, নহে আর তব
তরে উন্মাদিনী;
সখীগণ সনে নৃত্য গীতে
রয়েছে মগন, পাশরেছে
ধরার ভাবনা এখন।

দণ্ডী। নয়ন! কর দরশন,
সংসারে লভিয়া জনম,
মহৎ কার্য্য করিনু সাধন,
নহিলে না হ'ত কভু হেন
অঘটন।

অপ্সরাগণ। গীত।

সব সখি মিলে, আনন্দ সলিলে,
এস মোরা সবে ভাসি।
বিরাজিত মুখে, স্বরগেরি সুখে,
মৃদুল মধুর হাসি ॥
ভবেতে জনম, দুখেরি কারণ,
সে দু'খেরি কাল এবে অবসান.
ছাড়ি ভবধামে, স্বরগে আগমে,
এসলো সুখ প্রকাশি ॥
হরি নারায়ণ শ্রীমধুশুদন,
সবে মিলে করি হরি গুণ গান ;
বিপদ সাগরে যিনি দয়া ক'রে
দেন তরি দুঃখ নাশি ॥
আও সখিগণ, আও একতানে,
এস মাতি হরি প্রেম আলাপনে ;
বিধি-নিয়োজন, সুখেরি কারণ,
আও সবে পুনঃ মিশি ॥

